প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৭ | ১৮ - ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৮ অক্টোবর : বিশ্ব প্রেরণ রবিবার

খ্রিস্টে আমরা এক: প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ!



দুর্গাপূজা: আনন্দের মাঝে মানবতার ডাক

শরতের আদ্যোপান্ত

লিঙ্গ সংবেদনশীলতায় পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা



সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পাওয়া যাচ্ছে!
পাওয়া যাচ্ছে!!

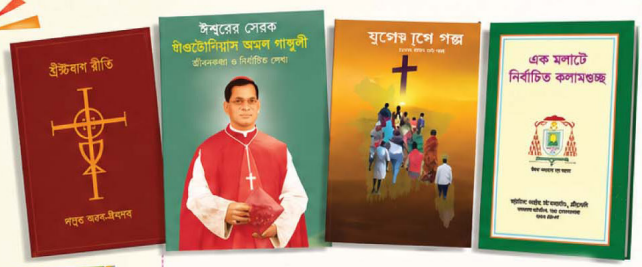

পাওয়া যাচ্ছে –

- দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৭ (Bible Diary - 2027),
- দৈনিক বাণীবিতান,
- প্রার্থনাবিতান
- ক্রুশ
- মেডেল
- বড়দিনের কার্ড
- গোশালা ঘর



- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ

- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

শীঘ্রই পাওয়া যাবে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার ও প্রাহরিক প্রার্থনার বই।

অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।



যোগাযোগের ঠিকানা

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
২০২৬-এর বড়দিন সংখ্যার জন্য
লেখা আহ্বান!

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!!

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৬" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৬ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ৩৭
১৮ অক্টোবর - ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০২ কার্তিক - ০৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভালোবাসার বন্ধনে ঐক্য থাকুক, স্বদেশে মিশনারি হবার প্রত্যয় জাগুক

খ্রিস্টমণ্ডলী অক্টোবর মাসকে প্রেরণকর্মের মাস বলে অভিহিত করে। এ মাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, খ্রিস্টে দীক্ষিত সকলেই সুসমাচার প্রচারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আবার এ অক্টোবরেই বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেরা ধর্মীয় অনুভূতি, ভক্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন করেন। তাঁদের এই উৎসবের আনন্দ, পারিবারিক মিলন, সামাজিক সম্প্রীতি ও শুভের প্রত্যাশা আমাদেরও ভাবতে শেখায়-কীভাবে আমরা নিজ নিজ বিশ্বাসে অবিচল থেকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার বন্ধন আরও দৃঢ় করতে পারি। প্রেরণকর্মের মাস এবং শারদীয় দুর্গোৎসবের এই সময়গত মিল তাই কেবল ক্যালেন্ডারের সমাপতন নয়; এটি আমাদের সামনে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও মানবকল্যাণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়ার বিশেষ সুযোগও এনে দেয়।

প্রেরণকর্মের মূলে রয়েছে ভালোবাসা। ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ যিশুখ্রিস্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানবজাতির কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। যিশু তাঁর শিষ্যদের জগতে পাঠিয়েছেন, যেন তাঁরা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের ভালোবাসা, ক্ষমা, ন্যায়বিচার ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেন। তাই প্রেরণকর্ম শুধু ধর্মীয় বক্তব্য প্রচার বা বিশ্বাসের কথা মুখে বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া, অসুস্থের সেবা করা, দুঃখীর পাশে দাঁড়ানো, অবহেলিত মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা এবং বিভক্ত সমাজে সম্প্রীতির সেতু নির্মাণ করাও প্রেরণকর্মের অপরিহার্য প্রকাশ। ভালোবাসা যখন আমাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে, তখনই আমরা অন্যের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি।

শারদীয় দুর্গোৎসবও আমাদের প্রতিবেশী ধর্মাবলম্বীদের কাছে ভক্তি, আনন্দ, মিলন ও শুভের প্রত্যাশার এক বিশেষ সময়। এই উৎসবের ধর্মীয় তাৎপর্যকে যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করে আমরা দেখতে পারি, মানুষের জীবনে মঙ্গল, শান্তি ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা কত গভীরভাবে জড়িত। উৎসবের এই সময়ে পরিবার ও সমাজের মানুষের মধ্যে যে মিলন, পারস্পরিক শুভেচ্ছা এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তা আমাদের বহুধর্মীয় বাংলাদেশের সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার সুযোগ দেয়। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তাঁদের সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান জানিয়ে, তাঁদের আনন্দের প্রতি আন্তরিক শুভকামনা প্রকাশ করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রেখে নিজেদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের সাক্ষ্য দিতে পারেন। এই শ্রদ্ধাশীল সহাবস্থান বিশ্বাসের পার্থক্য মুছে দেয় না; বরং পার্থক্যের মধ্যেও মানুষে মানুষে সম্পর্ককে মর্যাদা দেয়।

এখানেই প্রেরণকর্মের সঙ্গে দুর্গোৎসবের যোগসূত্রটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রেরণকর্ম আমাদের আহ্বান জানায় ভালোবাসা দিয়ে মানুষের কাছে যেতে; আর ধর্মীয় উৎসবের সময় পারস্পরিক সৌহার্দ্য আমাদের সেই ভালোবাসাকে বাস্তব জীবনে প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয়। আমরা যদি সুসমাচারের বাণী প্রচার করি, অথচ প্রতিবেশীর দুঃখ-সুখের প্রতি উদাসীন থাকি, তবে আমাদের সাক্ষ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একইভাবে, অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান না করে সম্প্রীতির কথা বললেও তা বাস্তব অর্থ পায় না। তাই আমাদের প্রেরণকর্মের ভাষা হোক সেবা, আচরণ হোক শ্রদ্ধাপূর্ণ, আর সম্পর্কের ভিত্তি হোক আন্তরিক ভালোবাসা।

বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলী জনসংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মানবিক সহায়তা, যুবগঠন, পরিবার গঠন এবং গণমাধ্যমসহ নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই কাজকে আরও ফলপ্রসূ করতে হলে আমাদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রেরণকর্মের ক্ষেত্র সবার এক নয়। কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কেউ হাসপাতাল ও সমাজসেবায়, কেউ ধর্মশিক্ষা ও যুবগঠনে, আবার কেউ সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমে কাজ করেন। কাজের ধরন আলাদা হলেও আমাদের অভিন্ন প্রেরণা হলো খ্রিস্টের ভালোবাসা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মপল্লী, ধর্মীয় সংঘ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে। বিভাজন ও প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ঐক্য, পরামর্শ ও সম্মিলিত পরিকল্পনা প্রেরণকর্মকে আরও সুসংগঠিত করবে।

আমাদের নিজেদেরও প্রশ্ন করা প্রয়োজন-স্বদেশে মিশনারি হয়ে ওঠার জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত? সুসমাচারের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সব সময় দূরদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, সমাজসেবামূলক উদ্যোগ এবং ডিজিটাল পরিসরই হতে পারে প্রেরণকর্মের ক্ষেত্র। বাংলাদেশের মানুষের বাস্তব সমস্যা ও চাহিদা উপলব্ধি করে, তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণে কাজ করার মধ্য দিয়েই আমরা স্বদেশে মিশনারি হওয়ার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি। †

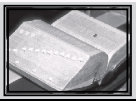

'তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।' *(মথি ২২: ২১)*

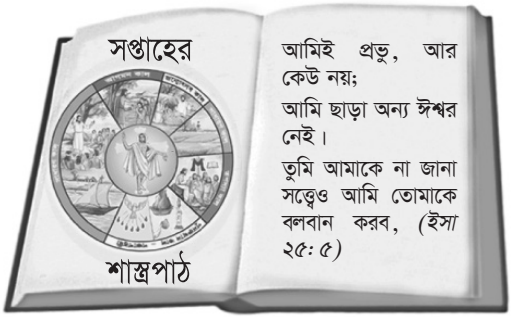

আমিই প্রভু, আর কেউ নয়;
আমি ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই।
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে বলবান করব, *(ইসা ২৫: ৫)*

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ অক্টোবর - ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৮ অক্টোবর, রবিবার
সাধারণকালের ২৯তম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
ইসা ৪৫: ১, ৪-৬; সাম ৯৬: ১, ৩, ৪-৫, ৭-৮, ৯-১০; ১ থেসা ১: ১-৫; মথি ২২: ১৫-২১

১৯ অক্টোবর, সোমবার
সাধারণকালের ২৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
সাধু জন দ্যা ব্রেউফ এবং সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ এবং ক্রুশভক্ত সাধু পল, যাজক-এর *স্মরণ দিবস*
এফে ২: ১-১০; সাম ১০০: ১-৫; লুক ১২: ১৩-২১

২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ২৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
এফে ২: ১২-২২; সাম ৮৫: ৮-১৩; লুক ১২: ৩৫-৩৮

২১ অক্টোবর, বুধবার
সাধারণকালের ২৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
এফে ৩: ২-১২; সাম ইসা ১২: ২-৬; লুক ১২: ৩৯-৪৮

২২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ২৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
সাধু ২য় জন পল, পোপ
এফে ৩: ১৪-২১; সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১১-১২, ১৮-১৯; লুক ১২: ৪৯-৫৩

২৩ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধারণকালের ২৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
কাপেস্ত্রানোর সাধু যোহন, যাজক
এফে ৪: ১-৬; সাম ২৪: ১-৬; লুক ১২: ৫৪-৫৯

২৪ অক্টোবর, শনিবার
সাধারণকালের ২৯তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
সাধু আন্তনী মেরী ক্লারেট, বিশপ
এফে ৪: ৭-১৬; সাম ১২২: ১-৫; লুক ১৩: ১-৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৮ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৯৯ ফা. ফ্রান্সিস তোমাজেল্লী, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৭ ফা. সান্দ্রো জাকোমেল্লী, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০২৩ ফা. হারুন হেম্ব্রম (রাজশাহী)

১৯ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৬২ ব্রা. বেনেডিক্ট ডেঞ্চ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৭ সি. মেরী রোজলিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফা. মারিনো রিগন, এসএক্স(খুলনা)

২১ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৪৫ সি.এম. জন দ্যা বাপ্টিস্ট, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৫ সি. এম. অলগা হিইজ, সিএসসি
+ ১৯৮৯ সি. করমারীয়া, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফা. ফ্রান্সেসকো ভিল্লা, এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৯৯ ফা. যোসেফ কুকালে, এসজে
+ ২০০৪ ফা. পিটার রোজারিও (ঢাকা)

২২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৫ বিশপ ফ্রান্সিসকো পজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ সি. মেরী লাঙ্গুইদা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফা. জভান্নি ভানসেত্তি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০২৩ সি. গাইতানিনা, সিআইসি (দিনাপুর)

২৩ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৬৫ সি. মেরী আলাকক্, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৪ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৩৪ ফা. জুসেপ্পে আর্মানস্কো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ মাদার জিন মরিন, সিএসসি

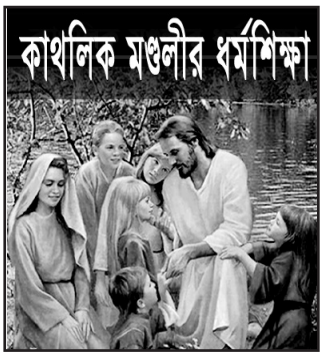

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

মৃতদের মর্যাদা

২২৯৯ মরণাপন্ন ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের মনোযোগী ও যত্নশীল হতে হবে যাতে তারা তাদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো মর্যাদা নিয়ে এবং শান্তিতে কাটতে পারে। তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রার্থনার দ্বারা সাহায্য পাবে। অসুস্থ ব্যক্তিগণ যাতে যথাসময়ে পবিত্র সংস্কারগুলো গ্রহণ করতে পারে এবং জীবনময় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে তার জন্য তাদের যত্নবান হতে হবে।

২৩০০ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মনোভাব নিয়ে, পুনরুত্থানে বিশ্বাস ও আশা নিয়ে মৃতদেহ দেহের যত্ন নিতে হবে। মৃতের সৎকার দৈহিক দায়র কাজ। এতে পবিত্র আত্মার মন্দিরস্বরূপ ঈশ্বরের সন্তানেরা স্থান লাভ করে।

২৩০১ ময়না তদন্ত আইনগত প্রয়োজনে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য। মরণোত্তর অঙ্গদান বৈধ এবং প্রশংসনীয় কাজ হতে পারে।

খ্রীষ্টমণ্ডলী মৃতদেহ দাহ করার অনুমতি দেয় যদি তার ফলে দেহের পুনরুত্থানে বিশ্বাস অস্বীকার করা না হয়।

(গ) শান্তি রক্ষা

শান্তি

২৩০২ "তুমি নরহত্যা করবে না" – এই আজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের প্রভু অন্তরের শান্তির কথাই প্রকাশ করেছেন এবং খুনে-রাগ এবং ঘৃণা অনৈতিক বলে তার নিন্দা করেছেন।

প্রতিশোধের বাসনা হল ক্রোধ। "শাস্তে পাওয়ার যোগ্য এমন ব্যক্তির অমঙ্গল করার জন্য প্রতিশোধের বাসনা অবৈধ ", কিন্তু "দোষ সংশোধনের জন্য এবং ন্যায্যতা রক্ষার্থে" কিছু ক্ষতিপূরণ দাবি করা অবশ্যই প্রশংসনীয় কাজ। রাগ যদি এমন পর্যায়ে পৌছায় যে তার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবেশীকে হত্যা করা বা তার গুরুতর ক্ষতি করার বাসনা জাগে তবে তা ভ্রাতৃপ্রেমের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ; তা মারাত্মক পাপ। প্রভু বলেন, "যে-কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারাধীন হবে।"

প্রতিবেশী বিতরণ সংক্রান্ত ঘোষণা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্মানিত গ্রাহক ও পাঠকগণ,
আপনারা অবগত আছেন বিগত ৮৬ বছর যাবৎ 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে দেশে-বিদেশে আপনাদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নমুখী প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও আপনাদের সহযোগিতায় আমরা প্রকাশনার এ যাত্রা অব্যাহত রেখেছি। বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক মাশুলের বৃদ্ধি সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয় এবং তা ১ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকরী হয়। এ ডাক মাশুলের বৃদ্ধির পরিমাণ হঠাৎ করে (দেশে ৫ গুণ এবং বিদেশে প্রায় ৪গুণ) এত বৃদ্ধি পায় যে, তা আমাদের বিতরণ কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। দেশে বিদেশে যে সকল গ্রাহকদের ব্যক্তিগত ঠিকানায় পোষ্টের মাধ্যমে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পৌছাতো এমতাবস্থায় তা পৌছতে বিলম্ব হতে পারে। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য আমরা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিঘ্রই আমাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জানিয়ে দিবো। অতীতের মতো বর্তমানেও সহায়তা করার অনুরোধ করছি।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ঘোষণা

হিন্দু ভাই-বোনসহ সকলকে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পূজার ছুটির কারণে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর (২৫ অক্টোবর - ৩১ অক্টোবর) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। তাই পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশ হবে ১ নভেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

১০০তম বিশ্ব প্রেরণ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও-র বাণী [১৮ অক্টোবর ২০২৬]

'খ্রিস্টে আমরা এক, প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ'

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

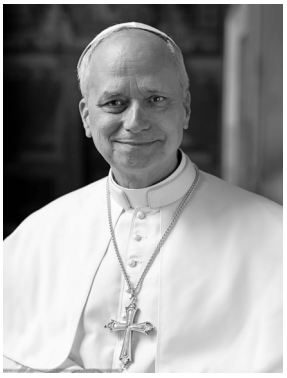

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব মিশন দিবস মণ্ডলীর ইতিহাসে এক বিশেষ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এই দিবস আমাদের প্রেরণকর্মের যাত্রার এক শতাব্দীর পথচলাকে স্মরণ ও আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করার এক অনন্য উপলক্ষ। পোপ একাদশ পিউসের প্রতিষ্ঠিত এই দিবস আজ মণ্ডলীর হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত। এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি গ্রহণ করেছি এই মূলভাব "খ্রিস্টে আমরা এক, প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ।" জুবিলী বর্ষ অতিক্রম করে আমি সমগ্র মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মায় আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তার প্রেরণকর্মের যাত্রা অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করছি। এই যাত্রার জন্য প্রয়োজন খ্রিস্টে সংযুক্ত হৃদয়, পুনর্মিলিত মানবসমাজ এবং পরস্পরের প্রতি উদারতা, আস্থা ও সহযোগিতার গভীর মনোভাব।

"খ্রিস্টে এক" এবং "প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ"এই দুই বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ঐশরিক কৃপার কাছে নিজেদের উন্মুক্ত করতে হবে তথা তাঁর কৃপায় অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হতে হবে। সেই কৃপাতেই আমাদের অন্তরে "প্রেরণকর্মের আহ্বানের আগুন পুনরুজ্জীবিত" হয় এবং মণ্ডলীর ইতিহাসের এই "নতুন মিশনারি যুগে" মঙ্গলসমাচার ঘোষণার দায়িত্বে আমরা একসঙ্গে এগিয়ে চলার শক্তি লাভ করি *(উপদেশ, মিশনারি বিশ্ব ও অভিবাসীদের জুবিলী, ৫ অক্টোবর ২০২৫)*।

১। খ্রিস্টে এক – তাঁর মধ্যে এবং পারস্পারিক ভ্রাতৃত্বে সংযুক্ত প্রেরণকর্মী শিষ্যগণ

খ্রিস্টের সঙ্গে মিলনের রহস্য-ই প্রেরণকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর যন্ত্রণাভোগের আগে, যিশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে। পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যেই আছ আর আমি রয়েছি তোমারই মধ্যে, তারাও যেন তেমনি আমাদেরই মধ্যে থাকে *(যোহন ১৭:২১)*। এই প্রার্থনা যিশুর হৃদয়ের গভীরতম অভিলাষ এবং একই সঙ্গে মণ্ডলীর স্বরূপের এক মৌলিক প্রকাশ। মণ্ডলী এমন এক জনগোষ্ঠীর মিলন, যার ঐক্যের উৎস স্বয়ং ত্রিত্বময় ঈশ্বরের জীবন। খ্রিস্টমণ্ডলীর এই মিলন ত্রিত্বময় ঈশ্বরের জীবন থেকেই উৎসারিত এবং সেই ঐশরিক জীবনের মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই কারণে মণ্ডলী এমন এক মিলনসমাজ, যা সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে।

খ্রিস্টান হওয়া মূলত কিছু ধর্মীয় অনুশীলন পালন করা কিংবা একটি মতবাদে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মতি দেওয়ার বিষয় নয়; বরং এটি খ্রিস্টের সঙ্গে গভীর মিলনে জীবনযাপন করা-যেখানে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রিস্টেতে আমরা পিতার সঙ্গে সন্তানসুলভ সম্পর্কের অংশীদার হয়ে উঠি। এর অর্থ হলো, দ্রাক্ষালতার শাখার মতো খ্রিস্টে অধিষ্ঠিত থাকা *(যোহন ১৫:৪)* এবং তাঁর মধ্যে থেকে ত্রিত্বময় ঈশ্বরের জীবনে গভীরভাবে নিমগ্ন হওয়া। এই মিলন বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন ও সহভাগিতার জন্ম দেয় এবং সমস্ত প্রেরণকর্মের ফলপ্রসূতার উৎস সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, যেমন সাধু দ্বিতীয় জন পল যথার্থ-ই বলেছেন, সহভাগিতা প্রেরণকর্মের উৎস এবং ফল উভয়ই *(প্রৈরিতিক উপদেশ, ৩২)*।

এই আলোকে মণ্ডলীর অন্যতম মৌলিক প্রেরণধর্মী দায়িত্ব হলো তার সদস্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্যকে ক্রমাগত নবায়ন ও সংরক্ষণ করা। কারণ খ্রিস্টমণ্ডলী নিজেই যদি বিভাজন, মেরুকরণ, সন্দেহ, ভুল বোঝাবুঝি ও পারস্পরিক আস্থার সংকটে আক্রান্ত হয়, তবে তার মঙ্গলসমাচার-সাক্ষ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। খ্রিস্টের দেওয়া প্রেরণকর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন এমন হৃদয়, যা নিজে পুনর্মিলিত হয়েছে এবং অন্যদের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য সদা প্রস্তুত। এই কারণেই নিসিয়া মহাসভার ১৭০০তম বার্ষিকী উপলক্ষে খ্রিস্টানদের মধ্যে যে ঐক্যের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে সমস্ত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংলাপ, সহযোগিতা ও ঐক্যের প্রচেষ্টা আরও গভীর করা অপরিহার্য।

সবশেষে, "খ্রিস্টে এক" হওয়া আমাদের আহ্বান জানায় প্রভুর দিকে অবিচল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে এবং খ্রিস্টকেই আমাদের ব্যক্তিজীবন ও খ্রিস্টীয় সমাজের প্রকৃত কেন্দ্র করে তুলতে। আমাদের কথা, কাজ, সিদ্ধান্ত ও পারস্পরিক সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন তিনিই হয়ে ওঠেন কেন্দ্রবিন্দু। তখন আমাদের জীবন এমন এক গভীর সত্যের সাক্ষ্য বহন করে, যা বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের বলতে শেখায়: সে তো আর আমি নই, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্ট জীবিত আছেন *(গালাতীয় ২:২০)*। তাঁর বাক্য নিরন্তর শ্রবণ করে এবং পবিত্র সংস্কারসমূহের কৃপায় আমরা মণ্ডলীর জীবন্ত প্রস্তরে পরিণত হতে পারি। আজ মণ্ডলী আহ্বানপ্রাপ্ত দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা এবং পরবর্তী সকল পোপীয় শিক্ষা, বিশেষত পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো গভীরভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে। প্রকৃতপক্ষে, যেমন সাধু পল বলেন, আমরা তো নিজেদের প্রচার করি না; বরং খ্রীষ্ট-যীশুকে প্রভু বলে প্রচার করি *(২ করিন্থীয় ৪:৫)*। এই কারণে, আমি সাধু ষষ্ঠ পলের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করছি: নাজারেথের যিশুর নাম, শিক্ষা, জীবন, প্রতিশ্রুতি, রাজ্য ও রহস্য যিনি ঈশ্বরের পুত্র প্রচারিত না হলে প্রকৃত মঙ্গলসমাচার প্রচার হয় না *(প্রৈরিতিক উপদেশ, ২২)*। প্রকৃত সুসমাচার প্রচারের এই পথচলা শুরু হয় প্রতিটি খ্রিস্টানের হৃদয় থেকে; আর সেই হৃদয় থেকেই এর আলো ও বার্তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মানবতার মাঝে।

তাই, আমরা যত গভীরভাবে খ্রিস্টে ঐক্যবদ্ধ হব, ততই তাঁর অর্পিত প্রেরণকর্মে একসঙ্গে পথ চলতে এবং ফলপ্রসূভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হব।

২। প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ -- যাতে জগৎ খ্রিস্ট প্রভুতে বিশ্বাস করে

শিষ্যদের ঐক্যই প্রেরণকর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; বরং প্রকৃত ঐক্য সবসময় প্রেরণকর্মের জন্য উন্মুক্ত ও নিবেদিত। যিশু তাঁর প্রার্থনায় এই সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন: "যাতে এই জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, সত্যিই তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ" *(যোহন ১৭:২১)*। পুনর্মিলিত, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং পরস্পরের প্রতি উন্মুক্ত মণ্ডলীর জীবনই হয়ে ওঠে মঙ্গলসমাচারের এক দৃশ্যমান সাক্ষ্য। আর এই জীবন্ত সাক্ষ্যের মধ্য দিয়েই সুসমাচারের বার্তা তার পূর্ণ শক্তি ও গভীর যোগাযোগ-ক্ষমতা লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে ধন্য পাওলো মান্নার বিখ্যাত নীতিবাক্য স্মরণ করা যথার্থ: "সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলী গোটা জগতের রূপান্তরের জন্য।" সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর এই বাক্যটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেই প্রেরণকর্মের আদর্শ যা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পন্টিফিক্যাল মিশনারি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রেরণাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। প্রতিষ্ঠার ১১০তম বার্ষিকীতে আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করছি, যাঁরা যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে প্রেরণকর্মের চেতনা জাগ্রত ও বিকশিত করতে এবং মণ্ডলীর সকল বাণীপ্রচারধর্মী কর্মকাণ্ডে ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সুদৃঢ় করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন। কারণ, দীক্ষাস্নাত কোনো ব্যক্তিই এই প্রেরণকর্ম থেকে অব্যাহতি পায় না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ আহ্বান, পেশা ও জীবন-পরিস্থিতি অনুযায়ী খ্রিস্ট তাঁর মণ্ডলীর হাতে যে মহান মিশন অর্পণ করেছেন, তাতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত। পোপ ফ্রান্সিস বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মঙ্গলসমাচার প্রচার কখনোই কোনো একক ব্যক্তির একার কাজ নয়। এটি এমন এক প্রেরণকর্ম, যা আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অংশীদারীত্বের চেতনায় এবং সমন্বিতভাবে অর্থাৎ সিনোডাল পথে একসঙ্গে পালন করি।

তাই, প্রেরণকর্মে ঐক্য বলতে বোঝায় এমন এক আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলা, যেখানে আমরা পরস্পরকে ঈশ্বরের কৃপায় দান করা সহকর্মী, সহযাত্রী এবং একই প্রেরণকর্মের সহভাগী হিসেবে আপন করে নিই। এই মনোভাব প্রতিদিন হৃদয়ে লালন করতে করতে ঐশরিক কৃপা ধীরে ধীরে আমাদের বিশ্বাসের দৃষ্টিতে ভাই-বোনদের দেখতে শেখায়। আমরা শিখি-প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা যে মঙ্গলময় কাজ করে চলেছেন, তা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করতে; বৈচিত্র্যকে বিভেদের কারণ হিসেবে নয়, বরং কৃপা ও সমৃদ্ধির উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে; একে অপরের ভার বহন করতে এবং সর্বদা সেই ঐক্যের সন্ধান করতে, যার উৎস আমাদের ঊর্ধ্বে স্বয়ং ঈশ্বরের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা সকলেই একই প্রেরণকর্মের অংশীদার, কারণ প্রভু এক, খ্রিস্টবিশ্বাসও এক, দীক্ষাস্নানও এক; সকলের ঈশ্বর ও পিতা, সবার ঊর্ধ্বে আছেন যিনি, যিনি সবার মধ্য দিয়ে সক্রিয়, সবার মধ্যেই বিদ্যমান, তিনিও এক *(এফেসীয় ৪:৫-৬)*। এটাই প্রেরণকর্মের শিষ্যত্বের দৈনন্দিন আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা আমাদের মণ্ডলীর প্রেরণকর্মকে তার সত্যিকারের কাথলিক অর্থাৎ সর্বজনীন দৃষ্টিতে দেখতে সাহায্য করে। এটি আমাদের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ, প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং দলাদলি অতিক্রম করে একতার পথে এগিয়ে যেতে শেখায়। কারণ আমরা কেউই বলতে পারি না, "আমি পলের," কিংবা, "আমি আপল্লোর।" আমরা সকলেই খ্রিস্টের।

বস্তুত, প্রেরণকর্মের ঐক্যকে কখনোই একরূপতা হিসেবে বোঝা উচিত নয়; বরং একই অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ভিন্ন ভিন্ন করুণাদানের অভিসরণ বা মিলন ও সমন্বয় হিসেবেই তাকে দেখতে হবে-যে লক্ষ্য হলো খ্রিস্টের ভালোবাসাকে দৃশ্যমান করে তোলা এবং সকলকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানানো। বাণীপ্রচার তখনই তার পূর্ণতা লাভ করে, যখন স্থানীয় মণ্ডলীগুলো পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাদের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে একই বিশ্বাসের আলোকে পরিপূর্ণ ও সমন্বিতভাবে প্রকাশ করে। তাই মণ্ডলীর সকল প্রতিষ্ঠানকে আমি আন্তরিক আহ্বান জানাই-তারা যেন মাণ্ডলিক প্রেরণমুখী ঐক্যের চেতনাকে সুদৃঢ় করে এবং প্রেরণকর্মের স্বার্থে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য সৃজনশীল ও বাস্তব উপায় নির্ধারণ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে, পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিগুলোর মিশনারি সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। পেরুতে আমার যাজকীয় সেবাকালে তাঁদের এই সহযোগিতার উষ্ণতা ও গুরুত্ব আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি। বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা, পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থা, প্রেরিতদূত সাধু পিতরের সংস্থা এবং পন্টিফিক্যাল মিশনারি ইউনিয়ন-এই চারটি সোসাইটি সব বয়সের বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রেরণকর্মের চেতনা জাগ্রত ও লালন করে চলেছে। একই সঙ্গে, প্রার্থনা, ভ্রাতৃপ্রেম ও সেবামূলক দয়ার বন্ধনে তারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে চলেছে এবং গড়ে তুলছে প্রেরণকার্যের এক প্রাণবন্ত নেটওয়ার্ক। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যথার্থ যে, বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ধন্য পলিন মারি জারিকোট প্রায় দুইশো বছর আগে 'জীবন্ত জপমালা' (the Living Rosary) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজও এই প্রার্থনাময় উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে অগণিত বিশ্বাসীকে একত্রিত করে চলেছে, যাতে তাঁরা মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ও প্রেরণকর্মের প্রয়োজনগুলোর জন্য একসঙ্গে প্রার্থনা করতে পারেন। এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থার প্রস্তাবের পর পোপ একাদশ পিউস ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব প্রেরণ দিবস প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিনে সংগৃহীত বার্ষিক দান বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার মাধ্যমে পোপের পক্ষ থেকে মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রেরণকর্মের প্রয়োজন মেটাতে বিতরণ করা হয়। তাই, এই চারটি সোসাইটি সামগ্রিকভাবে এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে আজও সমগ্র মণ্ডলীর জীবনে এক মূল্যবান ভূমিকা রেখে চলেছে। তারা মণ্ডলীর ঐক্য এবং প্রেরণকর্মের সহভাগিতার এক জীবন্ত ও দৃশ্যমান চিহ্ন। তাই, আমি সকলকে আহ্বান জানাই-কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার এই পথকে আরও গভীর ও সুদৃঢ় করে তুলুন।

৩। ভালোবাসার জন্য প্রেরণকর্ম -- ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ভালোবাসাকে ঘোষণা, যাপন ও সহভাগিতা করা

যদি ঐক্য প্রেরণকর্মের শর্ত হয়, তবে ভালোবাসাই তার প্রাণ ও অন্তঃসার। জগতের কাছে আমরা যে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করার জন্য প্রেরিত হয়েছি, তা কোনো বিমূর্ত মতবাদ বা নিছক কোনো তত্ত্ব নয়; এটি হলো ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও সীমাহীন ভালোবাসার মঙ্গলসমাচার-যে ভালোবাসা যিশু খ্রিস্টের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের মধ্য দিয়ে দেহধারণ করে আমাদের কাছে দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে উঠেছে।

প্রেরিতশিষ্যদের এবং সমগ্র মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম হলো পবিত্র আত্মার শক্তিতে খ্রিস্টেরই প্রেরণকর্মে অংশগ্রহণ করা। এই প্রেরণকর্মের জন্ম ভালোবাসা থেকে, এর পথচলা ভালোবাসার মধ্য দিয়ে, আর এর পরিণতি ভালোবাসার পূর্ণতায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রভু নিজে, তাঁর যন্ত্রণাভোগের আগে পিতার কাছে তাঁর মহান প্রার্থনায়, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বানের পর, সমাপ্ত করেন: "...যাতে তুমি যে-ভালোবাসায় আমাকে ভালোবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন এদের অন্তরে থাকতে পারে এবং আমিও যেন থাকতে পারি এদের অন্তরে" *(যোহন ১৭:২৬)*। খ্রিস্টের এই ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়েই প্রেরিতশিষ্যেরা তখন মঙ্গলসমাচার প্রচারে বেরিয়ে পড়েছিলেন *(২ করিন্থীয় ৫:১৪)*। এই ভালোবাসারই টানে যুগে যুগে অসংখ্য খ্রিস্টান ধর্মশহীদ, বিশ্বাসের সাক্ষী ও প্রেরণকর্মী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যাতে সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের ভালোবাসাকে জানতে ও অনুভব করতে পারে। আর যিনি নিজেই ভালোবাসার আত্মা, সেই পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মণ্ডলীর এই মঙ্গলসমাচার প্রচারের প্রেরণকর্ম যুগের পর যুগ অব্যাহত থাকবে পৃথিবীর অন্তিমকাল পর্যন্ত।

আমি বিশেষভাবে আজকের যুগে বিভিন্ন জাতির মাঝে প্রেরিত প্রেরণকর্মীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মতো তাঁরাও নিজেদের জন্মভূমি, পরিবার, পরিচিত পরিবেশ এবং নিরাপত্তার অনেক কিছু ত্যাগ করে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতে বেরিয়ে পড়েছেন। প্রায়ই তাঁরা এমন সব অঞ্চলে পা রাখেন, যেখানে দারিদ্র্য, সংঘাত, সামাজিক অনিশ্চয়তা কিংবা সাংস্কৃতিক দূরত্ব তাঁদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হয় দাঁড়ায়। তবু তাঁরা থেমে যান না; সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলেন। কেননা তাঁরা জানেন-খ্রিস্ট এবং তাঁর মঙ্গলসমাচারই মানুষের কাছে দেওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁদের অধ্যবসায় ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, ঈশ্বরের ভালোবাসার কোনো সীমান্ত নেই। আজও এই সাহসী খ্রিস্ট-সাক্ষীদের জগতের প্রয়োজন। মণ্ডলীরও প্রয়োজন নতুন নতুন প্রেরণকর্মীর আহ্বান-যাঁরা মঙ্গলসমাচারের আনন্দ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবেন। তাই আসুন, আমরা তাঁদের আমাদের হৃদয়ের কাছে রাখি এবং তাঁদের জন্য নিরন্তর স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করি। ঈশ্বর যেন আমাদের এমন তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্কদের উপহার দেন, যাঁরা সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

নারী ও পুরুষ প্রেরণকর্মীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের পাশাপাশি আমি সমগ্র মণ্ডলীর কাছে আবেদন জানাই--প্রার্থনা, সাক্ষ্য, জীবনযাপন এবং বাস্তব সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁদের প্রেরণকর্মে অংশীদার হোন (PMS Membership)। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের বিখ্যাত আকুলতা "ভালোবাসা ভালোবাসিত হয় না" আমাদের হৃদয়কে আজও আলোড়িত করতে পারে। তাঁর স্বর্গগমনের আটশতম বার্ষিকী স্মরণ করতে গিয়ে আমরা তাঁর জীবন থেকে শিখি। প্রভুর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে জীবনযাপন করা, সেই ভালোবাসাকে গভীরভাবে গ্রহণ করা এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা সাধু ফ্রান্সিসের হৃদয়কে প্রেরণা দিয়েছিল, সেই একই আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়েও জেগে উঠুক। তাঁর জীবন আমাদের অনুপ্রাণিত করুক: "যিনি আমাদের এত ভালোবেসেছেন, তাঁর এই ভালোবাসা অনেক ভালোবাসার যোগ্য" (Saint Bonaventure of Bagnoregio, The Life of Saint Francis, chap. IX, 1; Fonti Francescane, 1161)। আসুন, আমরা শিশু যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজার উৎসাহ থেকেও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করি– যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর প্রেরণকর্ম অব্যাহত রাখবেন: "পৃথিবীতে আমি এখন যা চাই, স্বর্গেও তা-ই চাইব: যিশুকে ভালোবাসতে এবং তাঁকে ভালোবাসতে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা" *(Letter 220 to l'Abbé Bellière, 24 February 1897)*।

এই সাক্ষ্যগুলি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, আসুন আমরাও প্রত্যেকে নিজ নিজ আহ্বান, জীবন পরিস্থিতি এবং পবিত্র আত্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত করুণাদান অনুযায়ী মঙ্গলসমাচার প্রচারের মহান প্রেরণকর্মে অংশগ্রহণের অঙ্গীকার করি, যা সর্বদা ভালোবাসার একটি কাজ। বিশ্ব প্রেরণ দিবসে আমাদের প্রার্থনা ও ব্যবহারিক সহযোগিতা বিশেষভাবে দরিদ্র, প্রান্তিক ও সবচেয়ে অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসার মঙ্গলসমাচার পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। কোনো দানই তুচ্ছ নয়। প্রতিটি দান, যত ক্ষুদ্রই হোক, প্রেরণকর্মের সহভাগিতার একটি অর্থপূর্ণ প্রকাশ হতে পারে। বিশ্বজুড়ে প্রেরণকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আপনারা যা কিছু করবেন, তার জন্য আমি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই *(বিশ্ব প্রেরণ দিবস ২০২৫-এর ভিডিও বার্তা, ১৯ অক্টোবর ২০২৫)*। আধ্যাত্মিক সহভাগিতা ও প্রেরণকর্মের ঐক্যকে আরও গভীর করার জন্য, আমি আপনাদের এই সরল প্রার্থনার সঙ্গে আশীর্বাদ জানাচ্ছি:

"হে পুণ্যময় পিতা, খ্রিস্টে আমাদের এক করে রাখো এবং তাঁর ভালোবাসায় আমাদের গভীরভাবে প্রোথিত করো-যে ভালোবাসা আমাদের একত্র করে, নবায়িত করে। মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্য যেন প্রেরণকর্মের কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে; পবিত্র আত্মার প্রতি বাধ্য থাকে, মঙ্গলসমাচারের সাক্ষ্য দিতে সাহসী হয় এবং প্রতিদিন সমগ্র সৃষ্টির কাছে তোমার বিশ্বস্ত ভালোবাসার জীবন্ত প্রকাশ হয়ে ওঠে।

প্রেরণকর্মী সমস্ত নর-নারীকে আশীর্বাদ করো, তাঁদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করো, এবং আশায় তাঁদের রক্ষা করো!

হে পুণ্যময়ী মারীয়া, প্রেরণর্মের রাণী, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মঙ্গলসমাচার প্রচারের যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হও: আমাদের শান্তির মাধ্যম করে তোলো, এবং বর দাও যেন সমগ্র জগৎ খ্রিস্টের সেই মুক্তিদায়ী আলো চিনতে পারে। আমেন।"

ভাটিকান থেকে প্রেরিত, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬,
সাধু পলের মন পরিবর্তন পর্ব

পোপ চতুর্দশ লিও

শততম বিশ্ব প্রেরণ দিবস উপলক্ষে পিএমএস জাতীয় পরিচালকের বাণী

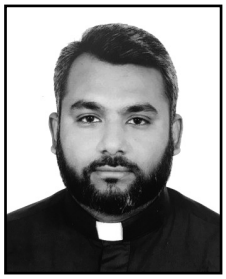

১৮ অক্টোবর ২০২৬

“খ্রিস্টে আমরা এক, প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ”

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, পিএমএস জাতীয় কার্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শান্তি-শুভেচ্ছা! এ বছর ১৮ অক্টোবর আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শততম বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের উদ্‌যাপন করছি। শত বছর আগে পুণ্যপিতা পোপ একাদশ পিউস বিশ্ব প্রেরণ দিবস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে সমগ্র মণ্ডলী প্রার্থনা, আত্মত্যাগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে খ্রিস্টের প্রেরণকর্মে আরও গভীরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ঐতিহাসিক উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও আমাদের জন্য যে হৃদয়স্পর্শী আহ্বান রেখেছেন, তার মূলমন্ত্র হলো “খ্রিস্টে আমরা এক, প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ”।

পুণ্যপিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্র কেবল কিছু ধর্মীয় অনুশীলন বা বিশ্বাসের ধারণা নয়; বরং খ্রিস্টের সঙ্গে প্রাণবন্ত মিলন। যিশু তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনায় পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, “তারা সকলে যেন এক হয়।” এই ঐক্যই মণ্ডলীর পরিচয় এবং প্রেরণকর্মের প্রথম শর্ত। আমরা যদি পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, অবিশ্বাস, ঈর্ষা ও দূরত্ব পোষণ করি, তাহলে আমাদের মঙ্গলসমাচার প্রচারের সাক্ষ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন আমরা ক্ষমা করি, পরস্পরকে গ্রহণ করি, একে অন্যের ভার বহন করি এবং খ্রিস্টেতে ভাই-বোন হিসেবে জীবনযাপন করি, তখন আমাদের জীবনই মঙ্গলসমাচারের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টে আমাদের ঐক্য নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয়; বরং জগতের কাছে খ্রিস্টের ভালোবাসা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। পুণ্যপিতা বলেন, “ঐক্য প্রেরণকর্মের শেষ লক্ষ্য নয়; ঐক্য প্রেরণকর্মের জন্য।” আমাদের মণ্ডলীতে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী নর-নারী, ধর্মীয় ও সাধারণ খ্রিস্টভক্ত প্রত্যেকেরই আলাদা আহ্বান ও দায়িত্ব রয়েছে। কেউ মঙ্গলসমাচার প্রচার করেন, কেউ শিক্ষা দেন, কেউ অসুস্থ ও দরিদ্রের সেবা করেন, কেউ প্রার্থনা করেন, আবার কেউ তাঁর শ্রম ও সম্পদ দিয়ে অন্যের সহযোগিতা করেন। কিন্তু প্রেরণকর্ম একটিই: যেন জগৎ খ্রিস্টকে জানতে পারে, ভালোবাসতে পারে এবং তাঁর মধ্যে জীবন পেতে পারে।

বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলী বহু ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিগোষ্ঠী ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত। এই বৈচিত্র্য কোনো দুর্বলতা নয়; এটি ঈশ্বরের দান। পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও আমাদের উদাত্ত আহ্বান জানান, বৈচিত্র্যকে সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন ঐশদান ও প্রতিভাকে একই প্রেরণকর্মের জন্য একত্রিত করতে, আর এভাবে সকলে ঐক্যবদ্ধ হতে। তাই আমাদের প্রয়োজন প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; দলাদলি নয়, সংহতি।

মঙ্গলসমাচার কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; এটি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও জীবনদায়ী ভালোবাসার প্রকাশ, যা যিশু খ্রিস্টের জীবনে দেহধারণ করেছে। তাই প্রেরণকর্ম হলো ভালোবাসা থেকে জন্ম নেওয়া, ভালোবাসায় পরিচালিত এবং ভালোবাসার দিকে নিয়ে যাওয়া একটি পথ। আজও পৃথিবী এমন সাক্ষীর অপেক্ষায় আছে, যারা কেবল কথা দিয়ে নয়, বরং নিজেদের জীবন দিয়ে খ্রিস্টের ভালোবাসাকে প্রকাশ করবে। দরিদ্র, অসহায়, প্রান্তিক, একাকী ও অবহেলিত মানুষের মধ্যে খ্রিস্টের মুখ দেখতে শেখাই আমাদের প্রেরণকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, কোনো দীক্ষিত ব্যক্তিই প্রেরণকর্মের আহ্বান থেকে অব্যাহতি পান না। প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব আহ্বান, সামর্থ্য ও অবস্থান অনুযায়ী খ্রিস্টের প্রেরণকর্মের অংশীদার। তাই আসুন, আমরা প্রথমে প্রার্থনার মাধ্যমে মিশনারিদের শক্তি দিই; দ্বিতীয়ত, নিজেদের জীবন ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার করি; এবং তৃতীয়ত, উদার আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের দরিদ্র, অভাবী ও নবগঠিত মণ্ডলীগুলোর পাশে দাঁড়াই। বিশ্ব প্রেরণ দিবস উপলক্ষে আমাদের প্রতিটি দান, তা যত ছোট-ই হোক, মিশনারি সংহতির একটি মূল্যবান প্রকাশ।

এই শতবর্ষীয় বিশ্ব প্রেরণ রবিবারে, আসুন, আমরা নতুন করে অঙ্গীকার করি যে খ্রিস্টে আমরা এক ও প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সবাই মিলে খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচারের আনন্দ জগতে ছড়িয়ে দেব। প্রেরণকর্মের রাণী পবিত্রা মারীয়া, বাংলাদেশের মণ্ডলী ও বিশ্বের সকল প্রেরণকর্মীকে তাঁর মাতৃস্নেহে রক্ষা করুন।

শুভেচ্ছান্তে,

ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ
জাতীয় পরিচালক
পি.এম.এস. বাংলাদেশ।

খ্রিস্টে আমরা এক: প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ!

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি মৌলিক সত্য হলো; আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন হলেও খ্রিস্টে আমরা এক। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি, সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ব ভিন্ন হতে পারে; কিন্তু যিশু খ্রিস্টের মধ্যে আমরা একই দেহের সদস্য এবং একই প্রেরণকর্মের অংশীদার। খ্রিস্টের শিষ্য হিসেবে আমাদের আহ্বান শুধু ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করা নয়, বরং একসঙ্গে তাঁর মঙ্গলসমাচার প্রচার করা, ভালোবাসার সাক্ষ্য দেওয়া এবং ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠায় অংশ নেওয়া। তাই আমাদের মূলমন্ত্র "খ্রিস্টে আমরা এক: প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ!"

খ্রিস্ট আমাদের ঐক্যের ভিত্তি: খ্রিস্টীয় ঐক্যের ভিত্তি আমাদের মতের মিল নয়; বরং স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট। সাধু পল বলেন, "আমরাও তেমনি অনেক হয়েও খ্রিস্টের সঙ্গে মিলনাবদ্ধ বলেই একদেহ, এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে আমরা পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ" *(রোমীয় ১২:৫)*। একটি দেহে যেমন চোখ, কান, হাত, পা প্রত্যেকটির কাজ আলাদা, তেমনি মণ্ডলীতে প্রত্যেকজন বিশ্বাসীর দায়িত্বও আলাদা। কেউ প্রচার করেন, কেউ শিক্ষা দেন, কেউ সেবা করেন, কেউ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান, কেউ প্রার্থনার মাধ্যমে মণ্ডলীকে শক্তিশালী করেন। কাজের ধরণ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক খ্রিস্টের মহিমা এবং মানুষের মুক্তি।

যিশু তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, "আমি চাই, সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে! পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যেই আছ আর আমি রয়েছি তোমার মধ্যে, তারাও যেন তেমনি আমাদেরই মধ্যে থাকে" *(যোহন ১৭:২১ক)*। এই প্রার্থনা আমাদের জন্যও একটি গভীর আহ্বান। খ্রিস্টীয় ঐক্য শুধু সংগঠনগত ঐক্য নয়; এটি ভালোবাসা, পারস্পরিক সম্মান, ক্ষমা, সহযোগিতা ও একই বিশ্বাসে চলার ঐক্য।

প্রেরণকর্মে ঐক্য: যিশু তাঁর শিষ্যদের একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর" *(মথি ২৮:১৯)*। এই আদেশ শুধু কয়েকজন প্রেরিত শিষ্যের জন্য নয়; খ্রিস্টের মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যই কোনো না কোনোভাবে এই প্রেরণকর্মের অংশীদার।

প্রেরণকর্ম মানে শুধু মঞ্চে দাঁড়িয়ে ধর্মীয় বক্তব্য দেওয়া নয়। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী তার দৈনন্দিন জীবন, কর্ম, পরিবার, সমাজ ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েও মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতে পারে। একজন শিক্ষক সততা ও ভালোবাসার মাধ্যমে, একজন চিকিৎসক মানবিক সেবার মাধ্যমে, একজন কৃষক পরিশ্রম ও ন্যায়ের মাধ্যমে, একজন যুবক তার জীবনযাপনের মাধ্যমে এবং একজন পরিবার প্রধান ভালোবাসা ও ক্ষমার মাধ্যমে খ্রিস্টের সাক্ষ্য দিতে পারে।

যিশু বলেছেন, "তোমরা যেন এই পৃথিবীর নুনেরই... তোমরা যেন এই জগতের আলোরই মতো" *(মথি ৫:১৩-১৪)*। তাই আমাদের প্রেরণকর্ম শুরু হয় আমাদের নিজেদের জীবন থেকে। আমরা যদি খ্রিস্টের ভালোবাসা গ্রহণ করি এবং সেই ভালোবাসা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিই, তাহলেই আমাদের জীবন মঙ্গলসমাচারের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে ওঠে।

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য: খ্রিস্ট মণ্ডলীতে বৈচিত্র্য ঈশ্বরের একটি আশীর্বাদ। সবাই একইভাবে চিন্তা করবে, একই কাজ করবে বা একই ধরনের প্রতিভা ধারণ করবে এমন নয়। কিন্তু বৈচিত্র্য যেন বিভেদের কারণ না হয়ে ওঠে। সাধু পল বলেন, "আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গপ্রতঙ্গ অনেক, এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সবক'টি মিলে এক দেহ-ই হয়" *(১ করিন্থীয় ১২:১২)*। এই সত্য আমাদের শেখায় যে, অন্যের ভূমিকা ও প্রতিভাকে সম্মান করতে হবে। কেউ আমার মতো কাজ না করলেও সে খ্রিস্টের দেহের একজন মূল্যবান প্রিয় সদস্য।

সুতরাং, প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা, সমালোচনার পরিবর্তে উৎসাহ, বিভেদের পরিবর্তে সংলাপ ও আলোচনা এবং স্বার্থের পরিবর্তে সেবার মনোভাব প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে নানা ধরনের বিভাজন দেখা যায়। জাতি, ভাষা, মত, অর্থনৈতিক অবস্থা কিংবা ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে মানুষ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। খ্রিস্টের শিষ্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো এই বিভেদের দেয়াল ভেঙ্গে ভালোবাসার মিলন সেতু নির্মাণ করা।

ভালোবাসাই ঐক্যের শক্তি: খ্রিস্টীয় ঐক্যের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো ভালোবাসা। যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, "তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে! আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে" *(যোহন ১৩:৩৪)*। প্রেরণকর্ম সফল হয় তখনই, যখন আমাদের কথার সঙ্গে আমাদের জীবন মিল থাকে। আমরা যদি সুসমাচারের কথা বলি কিন্তু পরস্পরকে ক্ষমা না করি, তাহলে আমাদের সাক্ষ্য দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু যখন মানুষ আমাদের মধ্যে ভালোবাসা, ঐক্য, ক্ষমা ও সেবার মনোভাব দেখতে পায়, তখন তারা খ্রিস্টের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। তাই মণ্ডলীর প্রতিটি প্রেরণকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত খ্রিস্টের ভালোবাসা।

একসঙ্গে চলার আহ্বান: 'খ্রিস্টে আমরা এক' এই বিশ্বাস আমাদের শুধু একসঙ্গে প্রার্থনা করতে নয়, একসঙ্গে কাজ করতেও আহ্বান করে। মণ্ডলীর বিভিন্ন সংঘ, সংগঠন, পরিবার, যুবসমাজ, ধর্মীয় ও খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেকে যদি নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এবং অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তাহলে মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম আরও ফলপ্রসূ হবে।

আদি মণ্ডলীতে "প্রেরিতদের শিক্ষা, সহভাগিতা, রুটি ভাঙ্গা ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকত" *(দ্র: শিষ্যচরিত ২:৪২)*। তাদের ঐক্য শুধু কথায় ছিল না; তাদের জীবন ও সম্পদ ভাগ করে নেওয়া, একসঙ্গে প্রার্থনা করা এবং একে অপরের প্রয়োজনের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেও সেই ঐক্য প্রকাশ পেয়েছিল।

"খ্রিস্টে আমরা এক: প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ!" এটি শুধু একটি সুন্দর বাক্য নয়; এটি আমাদের খ্রিস্টীয় পরিচয় ও দায়িত্বের আহ্বান। আমরা একই খ্রিস্টের দেহের সদস্য, একই মঙ্গলসমাচারের বাহক এবং একই প্রেরণকর্মের অংশীদার। আজ আমাদের প্রয়োজন এমন একটি মণ্ডলী, যেখানে বিভেদের চেয়ে ঐক্য বড়, প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতা বড়, ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সেবা বড় এবং নিজেদের গৌরবের চেয়ে খ্রিস্টের গৌরব বড়। যিশুর প্রার্থনা যেন আমাদের জীবনেও সত্য হয়, "সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে" *(যোহন ১৭:২১ক)*। আসুন, আমরা একে অপরকে গ্রহণ করি, সম্মান করে মর্যাদা দেই, ক্ষমা করি এবং সহযোগিতা করি। আমাদের পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে খ্রিস্টের ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করি। কারণ খ্রিস্টে আমরা এক! আর সেই ঐক্য থেকেই জন্ম নেয় শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ প্রেরণকর্ম।

দুর্গাপূজা: আনন্দের মাঝে মানবতার ডাক

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

শরতের নীল আকাশ, সাদা মেঘ, কাশফুলের দোলা, ঢাকের শব্দ, আলোর সাজসজ্জা–সব মিলিয়ে দুর্গাপূজা বাংলার জীবনে এক বিশেষ আবেগ নিয়ে আসে। বাংলাদেশে দুর্গাপূজা শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়; এটি বহু মানুষের কাছে পরিবার, সংস্কৃতি, স্মৃতি, মিলন ও সামাজিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। UNESCO-এর বর্ণনাতেও বাংলার দুর্গাপূজাকে একটি বার্ষিক হিন্দু উৎসব হিসেবে দেখা হয়েছে, যার সঙ্গে ধর্মীয় আচার, শিল্প, সাংস্কৃতিক চর্চা, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং শুভ জয়ের ভাবনা যুক্ত। তবে একজন খ্রিস্টান হিসেবে অন্যের ধর্মীয় উৎসবের দিকে তাকানোর সময় একটি বিষয় স্পষ্ট রাখা জরুরি। আমরা দুর্গাপূজার ধর্মতত্ত্বকে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এক করে দেখছি না বরং নিজের খ্রিস্টীয় পরিচয়ে দৃঢ় থেকে একজন প্রতিবেশীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও মর্যাদাকে সম্মান করার সুযোগ হিসেবে এই উৎসবের দিকে তাকাচ্ছি। দ্বিতীয় ভাটিকান কাউন্সিলের Nostra Aetate ঘোষণা করে যে, কাথলিক মণ্ডলী অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে "সংলাপ ও সহযোগিতার" মাধ্যমে তাদের মধ্যে থাকা আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সম্মান ও এগিয়ে নিতে চায়। তাহলে দুর্গাপূজার আনন্দ আমাদের কী বলতে পারে?

উৎসবের আনন্দ কি শুধু নিজের জন্য?

উৎসব মানেই আনন্দ। পরিবার একত্র হয়। দূরে থাকা মানুষ বাড়ি ফিরে আসে। নতুন পোশাক হয়। পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা হয়। পাড়ায় আলো জ্বলে। মানুষ শুভেচ্ছা বিনিময় করে। কিন্তু উৎসবের আনন্দের মধ্যে একটি গভীর প্রশ্ন লুকিয়ে আছে: আমার আনন্দে অন্য মানুষের জন্য কতটুকু জায়গা আছে? একটি উৎসব তখনই সুন্দর হয়ে ওঠে, যখন আনন্দ নিজের ঘরের দরজা পেরিয়ে অন্যের কাছেও পৌঁছায়। একজন দরিদ্র প্রতিবেশীকে মনে রাখা, একজন অসুস্থ মানুষের খোঁজ নেওয়া, একাকী বৃদ্ধের সঙ্গে কিছু সময় বসা, কোনো পরিবারের কষ্টের সময় পাশে দাঁড়ানো–এসব ছোট কাজ উৎসবকে মানবিক করে তোলে। আনন্দ ভাগ করলে কমে না; বরং আরও গভীর হয়।

শক্তি: অন্যকে জয় করা নয়, অন্যকে উঠতে সাহায্য করা

দুর্গাপূজার ধর্মীয় অর্থের মধ্যে শক্তির ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের নিজস্ব অর্থ ও বিশ্বাসকে সম্মান রেখেই আমরা একটি মানবিক প্রশ্ন করতে পারি: শক্তি বলতে আমরা কী বুঝি? শক্তি কি শুধু ক্ষমতা? শক্তি কি অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা? নাকি সত্যিকারের শক্তি হলো–অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, দুর্বল মানুষের পাশে থাকা, নিজের ভুল স্বীকার করা, ক্ষমা করতে পারা, এবং নিজের স্বার্থের বাইরে অন্যের মঙ্গল ভাবতে পারা? একজন মা যখন নিজের সন্তানের জন্য নিজের আরাম ত্যাগ করেন, সেখানে শক্তি আছে। একজন বাবা যখন কঠিন পরিস্থিতিতেও পরিবারের জন্য পরিশ্রম করেন, সেখানে শক্তি আছে। একজন শিক্ষক যখন দুর্বল ছাত্রকে ছেড়ে না দিয়ে তাকে এগিয়ে দেন, সেখানেও



শক্তি আছে। সবচেয়ে সুন্দর শক্তি সেই শক্তি, যা অন্যকে ছোট করে না; বরং অন্যকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

আমাদের নিজের কাছেও শুভ ও অশুভের প্রশ্ন

দুর্গাপূজার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনায় শুভের অশুভের ওপর জয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী অর্থ রয়েছে। UNESCO বাংলার দুর্গোৎসবের সঙ্গে "good over evil"-এর বিজয়ের ভাবনাকে উল্লেখ করেছে। এই ভাবনা আমাদের নিজেদের জীবনেও একটি আয়না ধরতে পারে। আমাদের সমাজে অশুভ শুধু বাইরে নেই। কখনো তা আমাদের নিজের মধ্যেও থাকে। রাগ; অহংকার; ঈর্ষা; লোভ; হিংসা; অন্যের প্রতি অবজ্ঞা; ধর্মীয় বিদ্বেষ; ক্ষমতার অপব্যবহার; অন্যের কষ্টের প্রতি উদাসীনতা। তাই উৎসবের সময় শুধু অন্যের অশুভ নিয়ে কথা বলার আগে নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করা দরকার, "আমার ভিতরের কোন অশুভকে জয় করতে হবে?" হয়তো কাউকে ক্ষমা করা দরকার। হয়তো নিজের অহংকার কমানো দরকার। হয়তো কোনো মানুষের প্রতি দীর্ঘদিনের ঘৃণা ছেড়ে দেওয়া দরকার। হয়তো অন্যের কষ্টকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এখানেই উৎসব বাহ্যিক আচার থেকে আত্মপর্যালোচনার সুযোগে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা এবং সম্প্রীতির সম্ভাবনা

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতা বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মানুষ একই দেশ, একই শহর, একই গ্রাম এবং অনেক সময় একই পাড়ায় বসবাস করেন। এই বাস্তবতায় একটি ধর্মীয় উৎসব শুধু একটি সম্প্রদায়ের বিষয় হয়ে না থেকে পারস্পরিক সম্মান ও সামাজিক সম্পর্কের সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। একজন মুসলিম প্রতিবেশী হিন্দু প্রতিবেশীকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন। একজন খ্রিস্টান প্রতিবেশী পূজার আনন্দকে সম্মান করতে পারেন। একজন হিন্দু পরিবার অন্য ধর্মের প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। এখানে কারও নিজের ধর্মীয় পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। বরং নিজের পরিচয়ে দৃঢ় থেকে অন্যের পরিচয়কে সম্মান করা–এটাই সুস্থ সম্প্রীতির ভিত্তি।

Nostra Aetate অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সংলাপ ও সহযোগিতার কথা বলে এবং ধর্মের কারণে মানুষের প্রতি বৈষম্য ও হয়রানিকে খ্রিস্টীয় চেতনার পরিপন্থী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে।

উৎসবের আলোয় যারা অন্ধকারে থাকে

উৎসবের সময় আমরা অনেক কিছু দেখি–আলো, আনন্দ, নতুন পোশাক, খাবার, সাজসজ্জা। কিন্তু একই সমাজে এমন মানুষও আছেন, যাদের জীবন উৎসবের আলো থেকে অনেক দূরে। কেউ অসুস্থ। কেউ কর্মহীন। কেউ ঋণের চাপে। কেউ প্রিয়জন হারিয়েছেন। কেউ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। কেউ একা। কেউ হয়তো দিনের খাবারের চিন্তায় আছেন। তাই উৎসবের আনন্দ আমাদের জিজ্ঞাসা করুক, "যে মানুষটি আনন্দ করতে পারছে না, তার জন্য আমি কী করতে পারি?" হয়তো একটু খাবার। হয়তো একটি পোশাক। হয়তো সামান্য আর্থিক সহায়তা। হয়তো হাসপাতালে একটি সাক্ষাৎ। হয়তো শুধু পাশে বসে থাকা। কখনো মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অর্থ নয়; কেউ তাকে মানুষ হিসেবে দেখুক, তার কথা শুনুক, তার পাশে থাকুক।

নারীর মর্যাদা: প্রতীক থেকে বাস্তব জীবনে

দুর্গাপূজার ধর্মীয় প্রতীকে নারীশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট আমাদের সমাজের নারীদের বাস্তব জীবন নিয়েও ভাবতে পারে। একজন নারী শুধু কারও মা, স্ত্রী বা কন্যা নন। তিনি নিজেও একজন পূর্ণ মানুষ। তাঁর স্বপ্ন আছে। তাঁর প্রতিভা আছে। তাঁর সিদ্ধান্তের অধিকার আছে। তাঁর সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে। তাই নারীর শক্তির কথা বলার পাশাপাশি আমাদের দেখতে হবে; আমাদের সমাজে কোনো নারী কি সহিংসতা, বৈষম্য, অবমাননা বা অন্যায়ের শিকার হচ্ছেন? যদি হন, তাহলে উৎসবের আলো আমাদের ঘরে জ্বললেও সমাজের একটি অংশ অন্ধকারে রয়ে যায়। নারীকে সম্মান করা শুধু উৎসবের ভাষা নয়; এটি প্রতিদিনের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

যুবকদের জন্য উৎসবের আরেকটি শিক্ষা

উৎসবের আয়োজনের সঙ্গে তরুণদের অনেক সময় সরাসরি অংশগ্রহণ থাকে। তারা সাজসজ্জা করে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং নানা দায়িত্ব পালন করে। এই অভিজ্ঞতা শুধু উৎসব পরিচালনার শিক্ষা নয়। এটি হতে পারে নেতৃত্ব শেখার একটি সামাজিক বিদ্যালয়। তরুণরা শিখতে পারে- অন্যের কথা শুনতে; দলবদ্ধভাবে কাজ করতে; দায়িত্ব নিতে; ভিন্ন মতকে সম্মান করতে; দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়াতে; নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে এবং অন্যের সংস্কৃতিকেও সম্মান করতে। আগামী দিনের বাংলাদেশ শুধু অর্থনীতি বা প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি হবে না। মানুষের চরিত্র, সম্পর্ক, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ব দিয়েও তৈরি হবে।

ধর্ম আলাদা হতে পারে, মানবিকতা নয়

একজন খ্রিস্টান হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং তাঁর মর্যাদা রয়েছে। যিশু বলেছেন: "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে *(মার্ক ১২:৩১)*।" এই শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয়; প্রতিবেশী মানে শুধু আমার ধর্মের মানুষ নয়। আমরা ভিন্নভাবে প্রার্থনা করতে পারি। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিন্ন হতে পারে। আমাদের আচার ও উৎসব ভিন্ন হতে পারে। তবু আমরা একসঙ্গে–কাঁদতে পারি, হাসতে পারি, দুঃখের সময় পাশে দাঁড়াতে পারি, ন্যায়ের জন্য কাজ করতে পারি, শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে পারি।

পোপ ফ্রান্সিস Fratelli Tutti-তে মানবভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত সামাজিক বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে যেখানে মানুষ অন্যের মর্যাদা স্বীকার করে এবং কাউকে বাদ দেওয়া হয় না। তিনি আরও বলেন, সত্যিকারের সংলাপের জন্য মানুষের কাছে যাওয়া, কথা বলা, শোনা, একে অন্যকে জানা এবং বোঝার চেষ্টা করা জরুরি। এই শিক্ষা বাংলাদেশের মতো বহুধর্মীয় সমাজে বিশেষভাবে মূল্যবান।

একজন খ্রিস্টানের দৃষ্টিতে দুর্গাপূজা

একজন খ্রিস্টান যখন দুর্গাপূজার দিকে তাকান, তাঁর উদ্দেশ্য অন্য ধর্মের বিশ্বাসকে নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা নয় বরং তিনি বলতে পারেন, "তুমি তোমার বিশ্বাসে ঈশ্বরকে খুঁজছ; আমি আমার বিশ্বাসে খ্রিস্টকে অনুসরণ করছি। কিন্তু আমরা দুজনেই মানুষ, প্রতিবেশী এবং সমাজের অংশ। তাই আমরা একে অন্যকে সম্মান করতে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য একসঙ্গে কাজ করতে পারি।" এটাই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির একটি সুস্থ পথ।

Nostra Aetate কাথলিকদের অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে "prudence and charity"–বিবেচনা ও ভালোবাসার সঙ্গে সংলাপ ও সহযোগিতায় এগিয়ে যেতে আহ্বান করে। আর Fratelli Tutti ধর্মগুলোর মধ্যে সংলাপকে শুধু সৌজন্যের বিষয় নয়, বন্ধুত্ব, শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার সেবার পথ হিসেবে দেখে।

উৎসব শেষ হলে কী থাকে?

কয়েকদিন পর আলো নিভে যাবে। মণ্ডপ খুলে যাবে। ঢাকের শব্দ থেমে যাবে। মানুষ আবার নিজের কাজে ফিরে যাবে। তখন প্রশ্ন থাকবে; উৎসব আমাদের মধ্যে কী রেখে গেল? যদি শুধু ছবি থাকে–উৎসব শেষ। যদি শুধু আনন্দের স্মৃতি থাকে–উৎসবও শেষ। কিন্তু যদি একজন মানুষের প্রতি আমাদের সম্মান বাড়ে–উৎসব বেঁচে থাকে। যদি একজন দরিদ্র মানুষের কথা মনে পড়ে–উৎসব বেঁচে থাকে। যদি কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়–উৎসব বেঁচে থাকে। যদি অন্য ধর্মের মানুষকে আরও সম্মানের চোখে দেখতে শিখি–উৎসব বেঁচে থাকে। যদি নিজের ভিতরের রাগ, অহংকার ও ঘৃণার বিরুদ্ধে আমরা নতুনভাবে লড়াই শুরু করি–উৎসব আমাদের জীবনে সত্যিই অর্থপূর্ণ হয়েছে।

দুর্গাপূজা থেকে কয়েকটি মানবিক শিক্ষা

১. আনন্দ ভাগ করতে হয়- নিজের সুখকে অন্যের সুখের কারণ করা।

২. শক্তি মানে দায়িত্ব- ক্ষমতা থাকলে দুর্বলকে রক্ষা করা, তাকে দমন করা নয়।

৩. অশুভের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়- ঘৃণা, হিংসা, অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাহসী হওয়া।

৪. নারীর মর্যাদা বাস্তবে রক্ষা করতে হয়- শুধু প্রতীকে নয়, পরিবার ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

৫. দরিদ্রকে ভুলে যাওয়া যাবে না- উৎসবের আনন্দ যেন সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছেও পৌঁছে।

৬. নিজের পরিচয় রেখে অন্যকে সম্মান করতে হয়- সম্প্রীতি মানে নিজের বিশ্বাস হারানো নয়; বরং অন্যের মর্যাদা স্বীকার করা।

৭. সংলাপের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হয়- শুধু কথা বলা নয়- শোনা, বোঝা এবং একসঙ্গে কাজ করা।

আনন্দ থেকে মানবতার পথে

দুর্গাপূজা আসে। শরতের আকাশ বদলে যায়। আলো জ্বলে। মানুষ একত্র হয়। আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উৎসবের সবচেয়ে সুন্দর আলো হয়তো মণ্ডপের আলো নয়। একজন মানুষের হৃদয়ে জ্বলে ওঠা আশার আলো। যে মা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত; তার মুখে যদি একটু হাসি আসে। যে পরিবার অর্থকষ্টে আছে; তাদের ঘরেও যদি একটু আনন্দ পৌঁছায়। যে মানুষ একা; সে যদি অনুভব করে, "আমি একা নই।" যে প্রতিবেশীদের মধ্যে দূরত্ব ছিল; তারা যদি আবার কথা বলে। যে মানুষ অন্য ধর্মের বলে এতদিন দূরের মনে হয়েছিল; তাকে যদি একজন মানুষ ও প্রতিবেশী হিসেবে দেখতে পারি- তাহলেই উৎসবের আলো সত্যিই মানুষের জীবনে পৌঁছেছে।

দুর্গাপূজার আনন্দ হোক সবার আনন্দ। উৎসবের আলো হোক সম্প্রীতির আলো। শক্তি হোক দুর্বলের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি। আর আমাদের হৃদয় হোক এমন একটি স্থান, যেখানে ধর্মের পার্থক্যের মধ্যেও মানবতার জন্য জায়গা থাকে। একজন খ্রিস্টান হিসেবে আমি শেষ পর্যন্ত এই প্রার্থনাই করতে পারি: আমাদের বাংলাদেশে যেন কোনো মানুষ তার ধর্মের কারণে ভয় না পায়, অবহেলিত না হয় বা অপমানিত না হয়। আমরা যেন একে অন্যের উৎসবকে সম্মান করি, একে অন্যের দুঃখে পাশে দাঁড়াই এবং একসঙ্গে এমন একটি সমাজ গড়ি যেখানে মানুষের মর্যাদা সব বিভাজনের ঊর্ধ্বে থাকে। কারণ উৎসব কয়েকদিনের। কিন্তু মানবতা প্রতিদিনের।

তথ্যসূত্র

১. পবিত্র বাইবেল, মার্ক ১২:২৮-৩১; মথি ৫:৯; লুক ১০:২৫-৩৭।

২. Second Vatican Council, Nostra Aetate, Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions, 28 October 1965.

৩. Pope Francis, Fratelli Tutti, Encyclical Letter on Fraternity and Social Friendship, 3 October 2020.

৪. UNESCO, ÒThe Durga Puja Festival in South Asia,Ó Intangible Cultural Heritage, UNESCO.

৫. Second Vatican Council, Gaudium et Spes, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, 1965.

৬. Pope Francis, Evangelii Gaudium, Apostolic Exhortation, 2013

শরতের আদ্যোপান্ত

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে শরৎ যেন প্রকৃতির এক স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ ও শান্ত অধ্যায়। বর্ষার অবিরাম মেঘ-বৃষ্টি আর কাদা-পানির দিনগুলো পেরিয়ে প্রকৃতি যখন একটু একটু করে তার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে, তখনই আসে শরৎ। আকাশ হয়ে ওঠে গভীর নীল, তার বুকে ভেসে বেড়ায় পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলা। নদীর তীরে, বিলের ধারে কিংবা গ্রামের মেঠোপথের পাশে দুলতে থাকে কাশফুল। ভোরের ঘাসে জমে শিশির, আর শিউলির মিষ্টি সুবাসে বাতাস হয়ে ওঠে মায়াময়। সাহিত্য সংগীতেও শরতের এই রূপ বারবার ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই শুনি 'এসেছে শরৎ, হিমের পরশ, লেগেছে হাওয়ার 'পরে/ সকাল বেলায় ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা ধরে।' অন্যদিকে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' অপু ও দুর্গার কাশবনের মধ্য দিয়ে ট্রেন দেখার কালজয়ী দৃশ্যটি শরৎ ও বাংলার সংস্কৃতির চিরস্থায়ী বন্ধনকে আরও গভীর করেছে।

শরতের আকাশের দিকে তাকালে সত্যিই মনে হয়, বর্ষার ভারী পর্দা সরে গিয়ে প্রকৃতি যেন নতুন করে মুখ দেখিয়েছে। 'নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা' এই বিস্ময় যেন শরতেরই নিজস্ব ভাষা। কখনো মেঘ আসে, কখনো সরে যায়; রোদ আর ছায়ার লুকোচুরি চলে মাঠে ঘাটে। একটানা বর্ষণের পর এই মেঘ-বৃষ্টির খেলা প্রকৃতিকে দেয় এক অনন্য বৈচিত্র্য। বাংলা প্রবাদে বলা হয় 'শরতের মেঘ আর কান্নার বেগ, দুই-ই সমান।' অর্থাৎ শরতের আকাশে যেমন হুট করে মেঘ এসে আবার রোদ ওঠে, তেমনি মানুষের সাময়িক দুঃখের কান্নাও দ্রুত মিলিয়ে যায়। শরতের সবচেয়ে পরিচিত দৃশ্যগুলোর একটি হলো কাশফুল। নদীর চর, বিলের পাড় কিংবা গ্রামের প্রান্তর সাদা কাশে ভরে উঠলে মনে হয়, মাটির বুকজুড়ে কেউ যেন শুভ্রতার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। বাতাসে কাশফুলের দোলন মনকে অকারণেই উদাস করে তোলে।

আর আছে শিউলি। ভোরের নরম আলোয় সাদা পাপড়ি আর কমলা বোঁটার শিউলি যখন ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে, তখন মনে হয় রাতের আকাশের ছোট ছোট তারারা বুঝি মাটিতে নেমে এসেছে। তার সুবাসে শরতের সকাল পায় এক স্বতন্ত্র পরিচয়। কোথাও কোথাও পদ্ম ও শাপলার রঙিন উপস্থিতিও বর্ষা-শেষের জলাভূমিকে করে তোলে অপূর্ব। শুধু ফুল নয়, শরতের মাঠও কম সুন্দর নয়। আমন ধানের সবুজ শিষ বাতাসে দুলতে থাকে; রোদ ও ছায়ার খেলা চলে ধানখেতের ওপর। প্রকৃতি তখন শুধু সৌন্দর্য দেখায় না, ভবিষ্যতের ফসলের আশ্বাসও দেয়।

শরৎ মানেই বাঙালির উৎসবের ঋতু। বিশেষ করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে শরতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহ এক ভিন্ন মাত্রা পায়। মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাকের বাদ্য, শঙ্খধ্বনি, ধূপের গন্ধ ও ধুনুচি নাচে চারপাশ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। উৎসবের আনন্দ শুধু পূজামণ্ডপে সীমাবদ্ধ থাকে না। নতুন পোশাক, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, মেলা ঘোরা সব মিলিয়ে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় মিলন ও আনন্দের আবহ। শহরের ব্যস্ত জীবন থেকে গ্রামবাংলার উঠোন সবখানেই উৎসব মানুষের দূরত্ব কমিয়ে আনে। শরৎকে ঘিরে লক্ষ্মীপূজা, কোজাগরী পূর্ণিমা, প্রবরণা পূর্ণিমাসহ নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আয়োজনও মানুষের জীবনকে রাঙিয়ে তোলে। ফলে শরৎ শুধু ঋতু নয়; এটি মানুষের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

ঋতুর সঙ্গে বাঙালির খাবারের সম্পর্কও নিবিড়। শরৎ এলেই মনে পড়ে তালের নানা পদ তালের বড়া, তালপায়েস কিংবা তালের পিঠা। ঘরের রান্নাঘরে তখন নতুন স্বাদের আয়োজন। উৎসবের দিনগুলোতে নাড়ু, মুড়কি, মিষ্টি ও নানা ঘরোয়া খাবারেরও আয়োজন থাকে। পূজামণ্ডপে খিচুড়ি, লাবড়া ও অন্যান্য প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সবার মধ্যে। খাবার তখন শুধু ক্ষুধা মেটানোর বিষয় থাকে না; হয়ে ওঠে ভাগাভাগি, আতিথেয়তা ও মিলনের এক সুন্দর উপলক্ষ। বর্ষার পানি যখন ধীরে ধীরে কমে আসে, নদী-বিলেও দেখা মেলে নানা ধরনের দেশি মাছের। প্রকৃতি যেন একদিকে তার সৌন্দর্যের পসরা সাজায়, অন্যদিকে মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্যও উজাড় করে দেয় তার সম্পদ।

শরতের সৌন্দর্যের আড়ালে আছে কৃষকের নীরব ব্যস্ততা। আমন ধানের পরিচর্যায় কৃষকের দিন কাটে। সবুজ ধানখেতের দিকে তাকিয়ে সে ভবিষ্যতের ফসলের স্বপ্ন দেখে। বাতাসে দুলতে থাকা ধানের শিষ তাই শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয় এটি কৃষকের শ্রম, আশা ও অপেক্ষার প্রতীক। গ্রামের জীবনেও শরৎ নিয়ে আসে এক ধরনের স্বস্তি। বর্ষার কাদা-পানি ও অতিরিক্ত গরম কিছুটা কমে আসে। মানুষ আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করে। মনোরম আবহাওয়ায় কেউ নদীর ধারে যায়, কেউ মাঠের পথে হাঁটে, কেউবা বন্ধু-স্বজনের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠে। কোথাও কোথাও পূজা ও অন্যান্য উৎসবকে কেন্দ্র করে বসে গ্রামীণ মেলা। সেই মেলা শুধু বিনোদনের নয়, স্থানীয় অর্থনীতি ও মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শরৎকে ভালো লাগার কারণ শুধু তার নীল আকাশ, সাদা মেঘ কিংবা কাশফুল নয়। বর্ষার অন্ধকার ও বিষণ্নতার পর শরৎ আমাদের সামনে নিয়ে আসে স্বচ্ছতার এক নতুন অনুভব। প্রকৃতি যেন বলে কোনো ঋতুই চিরস্থায়ী নয়; মেঘের পর নীল আকাশ আসে, বৃষ্টির পর রোদ ওঠে, বিষণ্নতার পর মনেও জন্ম নেয় নতুন আনন্দ। এই কারণেই শরৎ বাঙালির কল্পনায় এত গভীরভাবে জায়গা করে নিয়েছে। কবির কবিতায়, গানের সুরে, চিত্রশিল্পীর তুলিতে কিংবা গ্রামবাংলার স্মৃতিতে শরৎ বারবার ফিরে আসে। কাশফুল দেখলেই কারও মনে পড়ে শৈশব, শিউলির গন্ধে জেগে ওঠে কোনো পুরোনো সকাল, আর নীল আকাশের সাদা মেঘ দেখে মনে হয় জীবন এখনও কত সুন্দর!

শরৎ প্রকৃতির শুধু একটি ঋতু নয়; এটি সৌন্দর্য, স্বস্তি, উৎসব, স্মৃতি ও আশার এক সম্মিলিত নাম। তার নীল আকাশ আমাদের দেয় প্রশান্তি, কাশফুল শেখায় কোমলতা, শিউলির সুবাস জাগায় স্মৃতি, আর ধানখেতের সবুজ ধানের শিষ মনে করিয়ে দেয় শ্রম ও ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা। বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাই শরতের স্থান অনন্য। বর্ষার দীর্ঘ বিষণ্নতার শেষে শরৎ এসে যেন নীরবে বলে দুঃখের পর আনন্দ আসে, মেঘের আড়ালেও আকাশ থাকে, আর প্রতিটি শেষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নতুন শুরুর সম্ভাবনা। এই জন্যই শরৎ বাঙালির হৃদয়ে চিরকাল প্রিয় স্বচ্ছ আকাশের মতো নির্মল, কাশফুলের মতো কোমল এবং শিউলির সুবাসের মতো স্মৃতিময়।

লিঙ্গ সংবেদনশীলতায় পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা

মালা রিবেরু

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন, সমতা ও মানবাধিকারের আলোচনায় Gender Responsive বা লিঙ্গ-সংবেদনশীলতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী ও পুরুষের পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন লিঙ্গপরিচয়ের মানুষের প্রয়োজন, সুযোগ, সমস্যা ও অভিজ্ঞতা এক নয়। সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় লিঙ্গের কারণে মানুষ ভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। তাই সবার জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই প্রকৃত সমতা নিশ্চিত হয় না। বরং প্রত্যেকের ভিন্ন প্রয়োজন ও বাস্তবতা বিবেচনা করে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করাই লিঙ্গ সংবেদনশীলতা পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য।

লিঙ্গ সংবেদনশীলতা বলতে কী বোঝায়

লিঙ্গ সংবেদনশীলতা বলতে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে নারী, পুরুষ এবং বিভিন্ন লিঙ্গপরিচয়ের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, সমস্যা, সুযোগ ও সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সহজ ভাষায়, কোনো নীতি বা কর্মসূচি সবার ওপর সমানভাবে প্রয়োগ করার পরিবর্তে সেটি বিভিন্ন লিঙ্গের মানুষের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে তা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়াই Gender Responsive approach।

এখানে Gender Equality এবং Gender Equity-এর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। Gender Equality হলো নারী ও পুরুষসহ সবার সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা। অন্যদিকে Gender Equity হলো ঐতিহাসিক বা সামাজিক বৈষম্য বিবেচনায় নিয়ে যার যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন, তা প্রদান করা। যেমন, একটি কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি, নিরাপদ যাতায়াত বা শিশুযত্নের ব্যবস্থা করা বৈষম্য নয়; বরং বাস্তব প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে সমান সুযোগ তৈরির একটি পদক্ষেপ।

লিঙ্গ সংবেদনশীলতা কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা

একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার কর্মীদের দক্ষতা, নিরাপত্তা, সন্তুষ্টি ও অংশগ্রহণের ওপর। কর্মক্ষেত্রে যদি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, হয়রানি, অসম বেতন বা পদোন্নতিতে পক্ষপাত থাকে, তাহলে কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা কমে যেতে পারে।

লিঙ্গ সংবেদনশীলতা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে এবং সবাইকে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেয়। এর ফলে নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক লিঙ্গপরিচয়ের মানুষ নেতৃত্বের পর্যায়ে আসার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে পুরুষ কর্মীরাও প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার বাইরে গিয়ে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত হন। ফলে কর্মক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

কর্মক্ষেত্রকে লিঙ্গ সংবেদনশীল করার উপায়

১. বৈষম্যহীন নিয়োগ ব্যবস্থা

Gender Responsive কর্মক্ষেত্র তৈরির প্রথম ধাপ হলো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত দূর করা। চাকরির বিজ্ঞপ্তি, আবেদন যাচাই, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার- সব পর্যায়ে যোগ্যতাকে প্রধান বিবেচনা করতে হবে। নারী, পুরুষ বা অন্য কোনো লিঙ্গপরিচয়ের কারণে কোনো প্রার্থীকে অগ্রাধিকার বা বঞ্চিত করা উচিত নয়।

২. সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক

একই ধরনের কাজ ও দায়িত্ব পালন করলে কর্মীদের লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায্য ও সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে হবে। বেতন কাঠামো স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও স্পষ্ট এবং যোগ্যতাভিত্তিক নীতিমালা থাকা উচিত।

৩. নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা

যৌন হয়রানি, মৌখিক হয়রানি, শারীরিক নির্যাতন, কটূক্তি বা লিঙ্গভিত্তিক অপমান কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিষ্ঠানে হয়রানি প্রতিরোধের সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। অভিযোগ জানানোর জন্য নিরাপদ ও গোপনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে।

৪. মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন সুবিধা

শুধু নারী কর্মীদের সন্তান জন্মদানের দায়িত্ব বিবেচনা করলেই হবে না; সন্তান লালন-পালনে পুরুষের দায়িত্বকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। তাই মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি যথাযথ পিতৃত্বকালীন ছুটি, নমনীয় কর্মঘণ্টা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে পরিবার ও কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হয়।

৫. শিশুযত্নের সুবিধা

কর্মক্ষেত্রে ডে-কেয়ার বা শিশুযত্নের ব্যবস্থা থাকলে কর্মজীবী অভিভাবকদের জন্য কাজ করা সহজ হয়। বিশেষ করে ছোট সন্তানের অভিভাবকদের জন্য এ ধরনের সুবিধা কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও চাকরিতে স্থায়িত্ব বাড়াতে পারে।

৬. নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু কর্মী পর্যায়ে নারী থাকলেই Gender Responsive কর্মক্ষেত্র তৈরি হয় না; ব্যবস্থাপনা, নীতিনির্ধারণ ও নেতৃত্বের পদেও নারীদের সমান সুযোগ দিতে হবে। যোগ্য নারী কর্মীদের নেতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিংয়ের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

৭. কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি

Gender Responsive কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কর্মীদের জেন্ডার, লৈঙ্গিক সমতা, যৌন হয়রানি, Workplace Ethics, Inclusion সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীরা বুঝতে পারবেন যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য শুধু ব্যক্তির ক্ষতি করে না, বরং পুরো প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

৮. কাজের সময় ও পদ্ধতিতে নমনীয়তা

সব কর্মীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি একই নয়। তাই সম্ভব হলে নমনীয় কর্মঘণ্টা, হাইব্রিড বা রিমোট কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ছুটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশেষ করে সন্তান বা পরিবারের সদস্যদের যত্নের দায়িত্ব থাকা কর্মীদের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

৯. Gender Responsive বাজেট

প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়নের সময় বিভিন্ন লিঙ্গের কর্মীদের প্রয়োজন বিবেচনা করা উচিত। যেমন–নিরাপদ পরিবেশ, আলাদা স্বাস্থ্যসুবিধা, মাতৃত্বকালীন সহায়তা, শিশুযত্ন, প্রতিবন্ধী কর্মীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য বাজেট রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ Gender Responsive budgeting-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বণ্টনে সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব।

১০. তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষসহ বিভিন্ন কর্মী সম্পর্কে লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। যেমন–নিয়োগের হার, বেতন, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, নেতৃত্বের পদে প্রতিনিধিত্ব এবং চাকরি ছাড়ার হার। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করলে কোথায় বৈষম্য রয়েছে তা শনাক্ত করা সহজ হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

লিঙ্গ সংবেদনশীলতা কর্মক্ষেত্রের সুফল

Gender Responsive কর্মক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি কর্মীদের জন্য ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করে। এতে কর্মীদের সন্তুষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বাড়ে। বৈচিত্র্যময় কর্মীবাহিনী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে, যা নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে। নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

এ ছাড়া Gender Responsive প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। একটি প্রতিষ্ঠান যখন নিজ কর্মক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করে, তখন তা বৃহত্তর সমাজে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার উদাহরণ সৃষ্টি করে।

লিঙ্গ সংবেদনশীলতা হওয়া শুধু নারীদের জন্য সুবিধা তৈরি করার বিষয় নয়; এটি সকল মানুষের জন্য ন্যায়সংগত, নিরাপদ, সম্মানজনক ও সমান সুযোগসম্পন্ন কর্মপরিবেশ তৈরির একটি প্রক্রিয়া। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ, বেতন, পদোন্নতি, নেতৃত্ব, নিরাপত্তা, মাতৃত্ব-পিতৃত্ব, শিশুযত্ন, প্রশিক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ; প্রতিটি ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভিন্ন বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের নীতি কাগজে লিঙ্গ সংবেদনশীল হলেই যথেষ্ট নয়; বাস্তবে তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নেতৃত্বের অঙ্গীকার, কর্মীদের সচেতনতা, বৈষম্যবিরোধী নীতি, অভিযোগ ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি লিঙ্গ সংবেদনশীলতা কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা সম্ভব। সর্বোপরি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে তার যোগ্যতা, মর্যাদা ও অধিকার অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেওয়াই হবে একটি সত্যিকারের লিঙ্গ সংবেদনশীলতা কর্মক্ষেত্রের মূল ভিত্তি।

সূত্র: ইন্টারনেট

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খ্রিঃ রেজি. নং-৮-১০/১০/১৯৮৫ খ্রিঃ ও পুনঃ রেজি. নং-৪২-৩/১২/২০০৩ খ্রিঃ
ফাদার লিউ জে.সালিভ্যান সিএসসি ভবন, ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘর-সাভার, জেলা-ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৮৭৭-৭৫৮৬৭১
ই-মেইল : dcccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.dcccul.com

সূত্র: ডিসিসিসিইউএল/প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি/২০২৬-২০২৭/১৫১ তারিখ: ১৩/০৯/২০২৬ খ্রিঃ

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৬ খ্রি. রোজ শুক্রবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ধরেন্ডা মিশন মাঠ প্রাঙ্গণে ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৮তম (রেজিষ্ট্রেশনোত্তর) বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য'কে যথাসময়ে নিজ নিজ সদস্য বহি/সদস্য আইডি কার্ড ও বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

উজ্জ্বল শিমন রোজারিও
প্রেসিডেন্ট
ডিসিসিসিইউএল

লিন্টাস রক রোজারিও
সেক্রেটারি
ডিসিসিসিইউএল

অনুলিপি: ১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা
২। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড
৪। সমিতির অফিস ফাইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক) সকাল ৮.০০ টা থেকে ১১.০০ টা পর্যন্ত রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চলবে। সকাল ১০.০০ টার মধ্যে উপস্থিত নিয়মিত রেজিষ্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবলমাত্র কোরাম পূর্তি লটারী ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

খ) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধনী ২০০২ ও ২০১৩) এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্য'র সমিতিতে শেয়ার/ঋণ অথবা অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

বিজ্ঞ/২০৭/২৬

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED

Reg. No. 1209/1970

৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫ সোসাইটির ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জোনাস আব্রাহাম বটলেরু, এফ.সি.এম.এ.
চেয়ারম্যান

পলিন ডি'রোজারিও
সেক্রেটারী

বিজ্ঞ/২০৫/২৬

গল্প

পূজার ছুটি

মিল্টন রোজারিও

প্রতি বছর পূজার ছুটিতে অনিন্দ্য তার পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যায়। বান্দুরায় বিভিন্ন হিন্দু এলাকায় এখনও অনেকে দুর্গা পূজার আয়োজন করে থাকে। কেউ কেউ দুর্গা পূজার চেয়ে লক্ষ্মী পূজাটা জাকজমক'ভাবে করে থাকে। অনিন্দ্যর বন্ধু ক্ষিতিশ। বান্দুরা হলি ক্রস স্কুল এন্ড কলেজে পড়ার সময় থেকে তাদের বন্ধুত্ব। পূজা আসার আগে থেকেই অনিন্দ্যকে ক্ষিতিশ তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে রাখে।

ক্ষিতিশ চন্দ্র রায় ঢাকা জর্জ কোর্টের একজন ডাকসাইটের নাম করা ব্যারিস্টার। তার দুটি ছেলে যমজ। দুই ছেলেই সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এন্ড কলেজে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। পুরান ঢাকার প্রতাপ দাস লেনে তাদের বাসা। অনিন্দ্য একটি বিদেশী ফার্মে চাকুরী করে। তার এক মেয়ে এক ছেলে। মেয়ে অর্পিতা সপ্তম শ্রেণী হলি ক্রস গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে পড়ে। ছেলে অর্ণ সেন্ট জোসেফ স্কুল এন্ড কলেজে নবম শ্রেণীতে পড়ে। অনিন্দ্যর স্ত্রী সুস্মিতা মোহাম্মদপুরে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করে। অনিন্দ্য তার পরিবার নিয়ে মনিপুরীপাড়া প্রান্তিকে একটি ফ্ল্যাটে থাকে। দুই বন্ধু যেন আপন দুই ভাইয়ের মত। অনিন্দ্যর বাড়িতে কোন উৎসব হলে ক্ষিতিশদের উপস্থিতি সেখানে নিশ্চিত। ঠিক তেমনি ক্ষিতিশদের ঘরে কোন উৎসব হলে অনিন্দ্যরা সেখানে থাকবেই।

ক্ষিতিশের মা বাবা গ্রামেই থাকেন। কারণ, তাদের বাপ-দাদার পুরোনো ব্যবসায় আছে বান্দুরা হাটবাজারে। তাই ক্ষিতিশের বাবা পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য রক্ষার্থে প্রতি বছর এই দুর্গা পূজার আয়োজন করে থাকেন।

অনিন্দ্যর মা তার ছোট ছেলে জয়ের সাথে গ্রামের বাড়িতে থাকে। জয় বান্দুরা হলি ক্রস স্কুল এন্ড কলেজের ইংলিশ শিক্ষক। তারও দুটি মেয়ে। রুমি আর সুমী। দুই মেয়েই সেন্ট ইউফ্রেজি স্কুল এন্ড কলেজে লেখাপড়া করে। দুই মেয়েই ঠাকুরমার খুব ভক্ত। ঠাকুরমাও তার দুই নাতিনকে খুব আদর করে। বিশেষ করে বড় নাতিন পুষ্পিতা তার ঠাকুরমার মতই নাকি হচ্ছে, বাবা জয় বলে।

ঠাকুরমা গির্জার সেনা সংঘের একজন নিবেদিতা প্রাণ সদস্যা। জয়ের বৌ বাসন্তী শ্বাশুড়িকে মায়ের মত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসে। আর এই জন্যই তার শ্বাশুড়ি যেখানে প্রার্থনানুষ্ঠান হয় সেখানেই অংশগ্রহণ করতে পারে। সেদিন ঘরে এসে বলেন, এটা কিন্তু পবিত্র জপমালার রাণী মা মারীয়ার মাস। এই মাসে আমি কারো কোন কথা শুনবো না। রোজ সন্ধ্যায় ঘরে মা মারীয়ার কাছে রোজারী মালা প্রার্থনা করতে হবে। কাজেই যে যেখানে যে কাজেই যাবে, সন্ধ্যার আগেই যেন ঘরে ফিরে আসে। নতুবা আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করবো।

জয় মায়ের কথাটি গুরুত্ব দিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই তার সব টিউশনি শেষ করে ঘরে ফিরে আসে। বাড়ির প্রতিবেশীরাও জয়ের মাকে খুব মান্য করে, শ্রদ্ধা করে। কারো কোন সমস্যা হলে তারা দৌড়ে প্রথমে জয়ের মায়ের কাছে ছুটে যায়। বলে, কাকিমা তুমি শুধু আমাদের জন্য একটু প্রার্থনা করো, তাই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জয়ের মা বলতো, আমার কাছে চাইবি না। বারান্দায় মা মারীয়ার ছবি দেখিয়ে বলেন, ঐ যে আমাদের মা। হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, মায়ের কাছে চাইবি। মা সব সমস্যার সমাধান করে দিবেন। আর আশ্চর্যের বিষয় জয়ের মায়ের প্রার্থনার গুনে সবার সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

পূজার তিন/চার দিন পূর্বে অনিন্দ্য তার পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসে। বাড়িতে আসার পরে যেন বাড়িটি একটি উৎসবে পরিণত হয়। দুই ভাই, দুই বৌ আর চারজন নাতি-নাতনি পেয়ে অনিন্দ্যর মাও খুব খুশী হয়। অর্পিতা ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, ঠাকুরমা তুমি শুধু বাড়িতে রুমি আর সুমীর ঠাকুরমা হয়ে থাকো। আমাদের ঐখানে যাও না। আমরা তোমাকে কত মিস করি। এবার আমাদের সাথে কিন্তু তোমাকে ঢাকা নিয়ে যাবো। যাবে তো? বল? নইলে আমি তোমার গলা ছাড়বো না। আরে ছাড় আমার গলায় ফাঁসি লাগছে তো! আগে বলো যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো। তখন অর্পিতা ঠাকুরমার গলা ছেড়ে দেয়। ঠাকুরমা বলে, কি দস্যি মেয়েরে বাবা! অর্পিতার এই কাণ্ড দেখে সবাই হাসতে থাকে। অনিন্দ্য মাকে বলে, মা তোমার শরীর ভালো তো? এই নাও তোমার কিছু ঔষধ নিয়ে এসেছি। এটা বাতের ব্যথার, এটা হাঁটু কোমড়ের ব্যথার আর এটা ভিটামিন। রোজ সময় মত খাবে। অনিন্দ্যর মা বলে, এগুলি আবার আনতে গেলি কেন? আমার তো ঔষধ আছে। অর্ণ বলে, ঠাকুরমা, চলো আমরা একটু নদীর পাড় দিয়ে ঘুরে আসি। এই কথা শুনে অর্পিতাও সায় দেয়। সাথে রুমি সুমী।

অগত্যা চার নাতি আর নাতিন নিয়ে তাদের ঠাকুরমা নদী, গ্রাম দেখতে বের হয়।

দুপুরে খাবার টেবিলে অনিন্দ্য বলে, আজকে আমরা বিকেল বেলা আমার বন্ধু ক্ষিতিশদের বাড়িতে যাবো দুর্গা পূজা দেখতে। কে কে যাবে তোমরা? সুস্মিতা বলে, কে কে যাবে মানে? আমরা সবাই যাবো। জয়কে জিজ্ঞেস করে, কি ঠাকুরপো বিকেলে ফ্রি তো? নাকি টিউশনি আছে? জয় বলে, হ্যাঁ বৌদি, আমার দুটি টিউশনি আছে। আমি যেতে পারবো না। তোমরা যাও। অনিন্দ্যর মা বলে, তোমরা যে যেখানেই যাও, যেও। কিন্তু সন্ধ্যার আগে সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে। মনে রেখো এটা মা মারীয়ার মাস। সন্ধ্যায় আমরা ঘরে বসে সবাই একসাথে মালা প্রার্থনা করবো। অনিন্দ্য বলে, মা আমাদের ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। রাত আটটা বেজে যেতে পারে। তুমি আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো। জানোই তো ক্ষিতিশের বাবা-মা আমাদের দেখলে কেমন করে। আপন সন্তানের মত আদর করে। তুমিও চল না মা। না! জনদের বাড়িতে আমাদের প্রার্থনা আছে আজকে। তোমরা যাও। তবে আটটার আগে আসতে চেষ্টা করবে। ঘরে মালা প্রার্থনা করতে হবে মনে থাকে যেন।

বাসন্তী মায়ের কথা মত একটি টেবিলে মা মারীয়ার মূর্তি সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখে। মা মারীয়ার সামনে একটি মোমবাতিও রেখে দেয়। অনিন্দ্যরা আসলেই যেন প্রার্থনা শুরু করতে পারে। এই কথা ভাবতে না ভাবতেই অনিন্দ্যরা সবাই এসে পড়ে। সাথে সাথে জয়ও আসে। সুস্মিতা সবাইকে বলে, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে যার যার মালা নিয়ে জলদি প্রার্থনার জন্য এসে পড় তোমরা। অর্পিতা আর অর্ণ মায়ের কাছে দৌড়ে আসে। আস্তে আস্তে বলে, মা আমরা তো মালা আনিনি! এখন কি নিয়ে প্রার্থনা করবো? ঠাকুরমা ব্যাপারটি বুঝতে পারে। বলে, কার কার মালা নাই? আমার কাছে আসো। অর্পিতা অর্ণ ঠাকুরমার কাছে থেকে মালা পেয়ে ভীষণ খুশি হয়। বলে, ঠাকুরমা তোমার কাছে এতো সুন্দর মালা আছে। ঠাকুরমা বলে, হ্যাঁ। এখন সবাই চুপচাপ বস। অনিন্দ্য কোথায় গেলি আবার? এই তো মা আমি তোমার পিছনে আছি। ঠাকুরমা বলে, প্রার্থনার আগে একটা গান করি আমরা আর শেষে একটি গান করবো। সুস্মিতা বলে, মা তুমি শুরু করো।

ক্রুশের চিহ্ন করে ঠাকুরমা গান ধরেন,

"প্রসিদ্ধা কুমারী তুমি মোদের মা
কি মধুর শান্তনা হে ঈশ্বরের মা
প্রণাম প্রণাম প্রণাম মারিয়া।"

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবাই ঠাকুরমার গান শুনতে থাকে। প্রার্থনা শেষে ঠাকুরমা আবার গান ধরেন,

"তুমি যে আমারই মা
তাই মা তোমারে ডাকি।"

প্রার্থনা শেষে সবাই ঠাকুরমা বাবা মা কাকা আর কাকিমার কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেয়। অর্পিতা বলে, ঠাকুরমা তুমি এতো সুন্দর গান করতে পারো, আমি জানতাম না তো! আমাকে তোমার এই সব গান শেখাতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে আমি তোমাদের সবাইকে গান শেখাবো। তবে প্রতিদিন সবাইকে আমার সাথে মালা প্রার্থনা করতে হবে। সুস্মিতা বলে, হ্যাঁ মা, আমরা প্রতিদিন তোমার সাথে মালা প্রার্থনা করবো। ❑

আলোচিত সংবাদ

ইউপি নির্বাচনের প্রথম ধাপ শুরু হবে ২১ জানুয়ারি ২০২৭

ঢাকা, ১২ অক্টোবর, ২০২৬ (বাসস) : পাঁচ ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২১ জানুয়ারি প্রথম ধাপের ভোট গ্রহণ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। ১২ অক্টোবর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইউপি নির্বাচন নিয়ে কমিশন সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে তিরি এসব কথা বলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ. এম. এম. নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অন্য চারজন নির্বাচন কমিশনারসহ ইসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন। নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, ২১ জানুয়ারি ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ধাপ, ৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ধাপ, ২৯ এপ্রিল তৃতীয় ধাপ, ১৩ মে চতুর্থ ধাপ এবং ২৭ মে পঞ্চম ধাপে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হবে। তিনি আরো বলেন, আগামী ২৭ মের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হবে। আনুমানিক ৪ হাজার ৩০০'র মত ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদপূর্ণ হয়ে গেছে। আইন অনুযায়ী এই ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নির্বাচন ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ২৭ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

https://www.bssnews.net/bangla/national/349424

বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে বিশ্বব্যাংক প্রস্তুত: অর্থমন্ত্রী

বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন দিতে বিশ্বব্যাংক প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান অর্থমন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের নীতির সঙ্গে বিশ্বব্যাংক একমত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও নীতির সঙ্গে বিশ্বব্যাংক পুরোপুরি একমত। এ বিষয়ে সংস্থাটির সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে তারা প্রস্তুত।

https://www.jagonews24.com/economy/news/1167712

ঢাকা থেকে সৌদিগামী ৬১ ফ্লাইট বাতিল, ভোগান্তিতে ৯২৬৯ যাত্রী

হুতিদের হামলার কারণে সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোতে বিধি-নিষেধের কারণে এখন পর্যন্ত ৬১টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট ২২টি এবং ট্রানজিট ফ্লাইট ৩৯টি। এতে ৯ হাজার ২৬৯ জন যাত্রী ভোগান্তিতে পড়েছেন। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাতিল ফ্লাইটগুলোর মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট ২২টি এবং ট্রানজিট ফ্লাইট ৩৯টি। সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনাকারী চারটি এয়ারলাইন্সের পাশাপাশি ট্রানজিট ফ্লাইট পরিচালনাকারী ছয়টি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটও এ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সরাসরি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ৯টি, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের দুটি, সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের চারটি এবং রিয়াদ এয়ারওয়েজের সাতটি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। অন্যদিকে, ট্রানজিট ফ্লাইটের মধ্যে ইন্ডিগোর ১৬টি, এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ৯টি, কাতার এয়ারওয়েজের পাঁচটি, ফ্লাইদুবাইয়ের পাঁচটি, সালামএয়ারের তিনটি এবং ইজিপ্টএয়ারের একটি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সব মিলিয়ে ১০টি এয়ারলাইন্সের ৬১টি ফ্লাইটের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/10/13/1312112

তেলের বাজারে আবার ঢুকছে রাশিয়া, বিশ্ববাজারে কমেছে দাম

রাশিয়ার তেল কেনার কারণে ভারতীয় পণ্যে শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। অথচ এবার নিজের বাজারে জ্বালানির সরবরাহ বাড়াতে সেই রাশিয়ার কাছ থেকেই ডিজেল কিনছে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাশিয়ার এই বাড়তি সরবরাহের ঘোষণা এসেছে। পাশাপাশি রাশিয়া ও ইউক্রেনের জ্বালানি স্থাপনায় পরস্পরের হামলা বন্ধের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এসব খবরে সোমবার (১২ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক বাজারে কমেছে তেল ও ডিজেলের দাম। সোমবার (১২/১০) এশিয়ার বাজারে লেনদেনের শুরুতে আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুডের দাম কমে ব্যারেল প্রতি ১০৩ দশমিক ১৮ ডলারে নেমে আসে। আগের কর্মদিবসের তুলনায় দাম কমেছে ১ দশমিক ৪৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) দামও ১ দশমিক ৬৮ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৯০ দশমিক ৩১ ডলারে নেমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডিজেলের দাম নির্দেশক আইসিই গ্যাস-অয়েলের দাম কমেছে ৩ শতাংশ, ব্যারেল প্রতি ১ হাজার ৪৩৬ ডলারে। গত শুক্রবার (৯ অক্টোবর) ট্রাম্প জানান, রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক বাজারে তাৎক্ষণিকভাবে ৩ লাখ টনের বেশি ডিজেল সরবরাহ করবে। আগামী নভেম্বরে আরও ৫ লাখ টন এবং এর পরপরই অতিরিক্ত ১০ লাখ টন ডিজেল সরবরাহ করা হবে বলেও তিনি জানান।

https://www.prothomalo.com/business/world-business/tnypkqn3o3

দিল্লিতে বিক্ষোভ আয়োজন করতে আগে ময়দান ভাড়া নিতে হবে: বিজেপি সরকার

ভারতের কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে। দিল্লিতে বিক্ষোভ আয়োজনের জন্য তিনটি স্থানও নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু ঘটনা হলো, সেখানে বিক্ষোভ আয়োজন করতে হলে এখন থেকে গাঁটের অর্থ খরচ করতে হবে ব্যবস্থাটা এমন, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'।

সব বিরোধী দল ও নাগরিক সংগঠন সরকারের এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মামলাও দায়ের হচ্ছে। তাতে কী সুরাহা হবে, কেউ জানে না। এটুকু সবাই বুঝতে পারছে, নরেন্দ্র মোদির সরকার চায় না চোখের সামনে প্রতিবাদকারী মানুষেরা বসে থাকুক। স্লোগান দিক। আন্দোলনের ঢেউ জনজীবনে প্রভাব ফেলুক। তাই, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। শুধু অর্থ খরচের প্রশ্নই নয়, নতুন তিন জায়গায় বিক্ষোভকারীরা চাইলেই অবস্থান বা ধরনায় বসতে পারবেন না। জায়গা খালি আছে কি না, সেটা আগে নিশ্চিত করতে হবে। সেই অনুযায়ী বিক্ষোভ কর্মসূচি তৈরি করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রামলীলা ময়দানে ককরোচ জনতা পার্টিকে (সিজেপি) বিক্ষোভের আয়োজন করতে এই বছরের মাত্র তিনটি দিন তাদের জন্য বরাদ্দ হতে পারে। সেই তিনটি দিন হচ্ছে ডিসেম্বরের ২৯, ৩০ ও ৩১ তারিখ। কেননা বাকি সব দিন সেখানে কিছু না কিছু হচ্ছে।

https://www.prothomalo.com/world/india/vsb73f9s0l

জন্মদিনেই বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন লিটন দাস

নিজের ৩২তম জন্মদিনটি অসাধারণ এক বিশ্ব রেকর্ডে স্মরণীয় করে রাখলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা কিপার-ব্যাটার লিটন দাস। আবুধাবি টেস্টে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চমৎকার এক ডিসমিসালের মাধ্যমে ১৫০ বছরের দীর্ঘ টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে একক এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেলেন তিনি। আফগান ব্যাটার ইকরাম আলিখিলকে আউট করতে ইবাদত হোসেনের লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে বাঁ দিকে চোখ ধাঁধানো ডাইভ দিয়ে ক্যাচটি ধরেন লিটন। এই ক্যাচের মাধ্যমেই টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এক ম্যাচে কিপিংয়ে ৯টি ডিসমিসাল এবং ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি ও ফিফটি করা বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে নিলেন তিনি। টেস্ট ইতিহাসে এই কীর্তি ইতিপূর্বে আর কারোরই ছিল না। এর আগে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডেনিস লিন্ডসি ব্যাট হাতে ৬৯ ও ১৮২ রান করার পাশাপাশি উইকেটের পেছনে ৮টি ডিসমিসাল করেছিলেন। আবুধাবি টেস্টে ব্যাট হাতে প্রথম ইনিংসে ৫৩ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০২ রান করার পর উইকেটের পেছনে ৯টি ডিসমিসাল করে ডেনিস লিন্ডসির প্রায় ৬০ বছরের পুরোনো সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন লিটন দাস।

https://www.ittefaq.com.bd/814934/

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ



ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র সফল অস্ত্রোপচার

পোপ চতুর্দশ লিও'র ফুসফুসে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। রোমের জেমেল্লি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকেরা তাঁর ডান ফুসফুসের নিচের খণ্ডটি অপসারণ করেন।

ডা. লুইজি কার্বোনে ও অধ্যাপক স্তেফানো মার্গারিতোরার বরাত দিয়ে ভাটিকানের প্রেস অফিস এক বিবৃতিতে জানায় যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেলে জেমেল্লি হাসপাতালে পোপ চতুর্দশ লিওর বুকে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকেরা পোপের ডান ফুসফুসের নিচের খণ্ডটি অপসারণ করেন। অস্ত্রোপচারের সময় সংগৃহীত টিস্যু পরীক্ষা করে চিকিৎসকেরা জানান, এটি ফুসফুসের অ্যাডেনোকার্সিনোমা (ফুসফুসের এক ধরনের ক্যানসার), যা অস্ত্রোপচারের আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেও অনুমান করা হয়েছিল।

পোপ মহোদয় প্রায় তিন ঘণ্টা অপারেশন থিয়েটারে ছিলেন। তবে মূল অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করতে ৯০ মিনিট সময় লাগে। চিকিৎসকেরা জানান, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং এ সময় কোনো জটিলতা দেখা দেয়নি। অস্ত্রোপচারের পর পোপ লিও স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান ফিরে পান। অল্প সময় পর্যবেক্ষণে রাখার পর তাঁকে হাসপাতালের দশম তলায় অবস্থিত নিজের কক্ষে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পোপ মহোদয়ের কাছ থেকে অপসারণ করা টিস্যুর ওপর আগামী কয়েক দিনে আরও কিছু পরীক্ষা করা হবে। এর আগে হাসপাতালে পোপ মহোদয়ের এক সপ্তাহ অবস্থানের যে সময়সীমা জানানো হয়েছিল, তাতে কোনো পরিবর্তনের কথা জানানো হয়নি।

শান্তি রক্ষা ও উন্নয়নে আমরা সবাই আহূত - *পোপ চতুর্দশ লিও*

১৩ অক্টোবর পোপ চতুর্দশ লিও পোপীয় গ্রেগরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধন্য পোপ প্রথম জন পলের ওপর আয়োজিত এক সম্মেলনে দেওয়া বার্তায় বলেন "শান্তি রক্ষা ও উন্নয়ন আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্যের সঙ্গে লালন করার মতো একটি মিশন।" ভাটিকানের প্রথম জন পল ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও রাষ্ট্রসচিব কার্ডিনাল পিয়েত্রো পারোলিনের কাছে পাঠানো এ বার্তাটি ফাউন্ডেশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে দেওয়া হয়। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল, "এই অশান্ত বিশ্বে শান্তি রক্ষা ও উন্নয়ন"।

শান্তি রক্ষায় ব্যক্তিগত দায়িত্ব: পোপ মহোদয় শুরুতেই উল্লেখ করেন, সম্মেলনের বিষয়বস্তু মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য আশার বার্তা বহন করে। কারণ, এতে প্রত্যেকজন ব্যক্তির শান্তি প্রতিষ্ঠা ও লালন করার দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "শান্তি কেবল যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, সাধু আগস্টিন শান্তিকে 'শৃঙ্খলার প্রশান্তি বা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার শান্তি' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, শান্তির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জনগণের মধ্যে সংহতি অপরিহার্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচার শান্তির একটি অপরিহার্য শর্ত হয়ে ওঠে।

বাস্তব শান্তি প্রতিষ্ঠায় পোপ প্রথম জন পলের শিক্ষা: পোপ চতুর্দশ লিও আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে ধন্য পোপ প্রথম জন পল "তাঁর সহজ ও সরাসরি ভাষায় আস্থা-ভিত্তিক মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বৃহৎ শান্তির সূচনা হয় পরিবারে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজের অভ্যন্তরে; এরপর তা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে পোপ মহোদয় বলেন, আজকের দিনে প্রথম জন পলের শিক্ষা নতুন করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়, এটি এমন একটি আহ্বান, যাতে শান্তিকে কোনো বিমূর্ত ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা না হয়। পোপ চতুর্দশ লিও জোর দিয়ে বলেন, "গভীরভাবে আলোড়িত এই বিশ্বে শান্তি রক্ষা ও উন্নয়ন করার অর্থ হলো বিভক্তির মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানো, সবচেয়ে অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের সুরক্ষা দেওয়া, ক্ষমা করা ও অন্যকে বোঝার চেষ্টা করা, অন্যের কথা শোনা ও তাকে স্বীকৃতি দেওয়া, আন্তরিক সংলাপে মানুষকে শিক্ষিত করা এবং 'ভ্রাতৃত্ব' ধারণাটিকে মণ্ডলী, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।"

আঞ্চলিক ইস্যুতে ভাটিকানের রাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি ড. খলিলুর রহমান সম্প্রতি ভাটিকানের রাষ্ট্রসচিব কার্ডিনাল পিয়েত্রো পারোলিনের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে উভয় পক্ষ বহুপাক্ষিকতার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ও রোহিঙ্গা সংকটসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন।

Dhakastha Rangamatia Dharmapalli Christian Bahumukhi Samabaya Samity Ltd.

ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

(স্থাপিত: ২৫-১০-১৯৯২, রেজি. নং-৭৯৪/২০০৭ খ্রী:)

সূত্র নং : ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:/সম্পাদক/২০২৬/২৮ তারিখ: ০৮ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রি:

৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"**-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৩ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সকাল ১১:০১ মিনিটে ঢাকা আর্চ-ডায়োসিশান সেন্টার "মাদার তেরেজা ভবন"**, তেজগাঁও হলি রোজারী চার্চ ক্যাম্পাস, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫ এ সমিতির ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময় উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

পরবর্তীতে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

সভার তারিখ ঃ ১৩ নভেম্বর' ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
সভার স্থান ঃ ঢাকা আর্চ-ডায়োসিশান সেন্টার "মাদার তেরেজা ভবন", তেজগাঁও হলি রোজারী চার্চ ক্যাম্পাস, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
সভার সময় ঃ সকাল ১১:০১ মিনিট

ধন্যবাদান্তে,

অলড্রিন কস্তা
সম্পাদক
ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না ।

অনুলিপি: -
১। সভাপতি/ম্যানেজার/ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য ২। সমিতির নোটিশ বোর্ড

বিজ্ঞ/২০৬/২৬



যেখানেই ভালবাসা থাকে সেখানেই সম্পদ ও সাফল্যও থাকে

এক মহিলা তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখলো উঠানের সামনে তিনজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসে আছেন। তিনি তাদের কাউকেই চিনতে পারলেন না। তাই বললেন, আমি আপনাদের কাউকেই চিনতে পারলাম না, কিন্তু আপনারা মনে হয় ক্ষুধার্ত। আপনারা ভেতরে আসুন, আমি আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।

তারা জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির কর্তা কি আছেন?

মহিলা বললেন, না। তিনি বাইরে গেছেন।



তারা বললেন, তাহলে আমরা ভেতরে আসতে পারবো না।

সন্ধ্যায় যখন বাড়ির কর্তা ঘরে ফিরে সব শুনলেন তখন তিনি বললেন, যাও তাদের বলো যে আমি ফিরেছি এবং তাদের ঘরে আসার জন্যে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

মহিলা বাইরে গেলেন এবং তাদের ভেতরে আসতে বললেন। কিন্তু তারা বললেন, আমরা এভাবে ভেতরে যেতে পারি না।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কেন? আবার কি সমস্যা?

বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যে একজন বললেন, আমাদের মধ্যে একজনের নাম সম্পদ। আরেক জনের দিকে নির্দেশ করে বললেন, তার নাম সাফল্য এবং আমি ভালবাসা। এখন আপনি ভেতরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিন আমাদের কাকে আপনি ভেতরে ঢুকতে দেবেন।

মহিলা যখন ভেতরে গিয়ে সব কথা স্বামীকে বললেন তখন তার স্বামী অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন এবং বললেন, আসাধারণ! চল আমরা সম্পদকে ডাকি, তাহলে আমরা ধনী হয়ে যাব!

তার স্ত্রী এতে সম্মতি দিয়ে বললেন, নাহ, আমার মনে হয় আমাদের সাফল্যকেই ডাকা উচিত। তখন তাদের মেয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে বসে সব শুনছিলো। সে বলে উঠলো, তোমাদের কি মনে হয় না আমাদের ভালবাসাকেই ডাকা উচিত? তাহলে আমাদের ঘর ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

লোকটি বললো, ঠিক আছে আমরা তাহলে আমাদের মেয়ের কথাই শুনবো, তুমি বাইরে যাও এবং ভালবাসাকেই আমাদের অতিথি হিসেবে ডেকে নিয়ে এসো।

মহিলাটি বাইরে গেলেন এবং বললেন, আপনাদের মধ্যে ভালবাসা কার নাম? অনুগ্রহ করে তিনি ভেতরে আসুন, আপনিই আমাদের অতিথি। ভালবাসা নামের বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন এবং বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, বাকী দুজনও উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

মহিলাটি এতে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, আমিতো শুধু ভালবাসা নামের বৃদ্ধকে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আপনারা কেন তার সাথে আসছেন?

বৃদ্ধ লোকেরা বললো, আপনি যদি সম্পদ আর সাফল্যকে আমন্ত্রণ করতেন তবে আমাদের বাকী দুজন বাইরেই থাকতাম,

কিন্তু আপনি যেহেতু ভালবাসাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সে যেখানে যায়, আমরা দুইজনও সেখানেই যাই।

যেখানেই ভালবাসা থাকে, সেখানেই সম্পদ ও সাফল্যও থাকে।

সংগ্রহে: ইন্টারনেট

জেগে থাক ও প্রার্থনা কর

ক্ষুদীরাম দাস

জেগে থাকো মনে প্রাণে,
প্রার্থনা করো সদাই,
পরীক্ষার ওই ফাঁদ থেকে
রক্ষা পাওয়ার নাই।
আত্মা যে চায় ভালো কাজ,
ইচ্ছুক তো বটে,
মাংস দুর্বল অতি,
ভুলের পথে হাটে।

দুনিয়াদারির মোহে পড়ে
দুর্বল হয় মন,
সতর্ক থেকো ভাইরে
তুমি সারাক্ষণ।
প্রার্থনাতে শক্তি পাবে,
ঘুচবে অন্ধকার,
ঈশ্বরের কৃপা পেলে
ঘুচবে অহংকার।

রাত্রির সেই গভীরেতে
সজাগ থেকো আজ,
পুণ্যের পথে যেন থাকে
তোমার কাজ।
অটল থেকো বিশ্বাসেতে,
রেখো না আর ভয়,
প্রার্থনারে জয়ী হবে,
নিশ্চিত এ জয়।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

অনন্যা রোজারিও

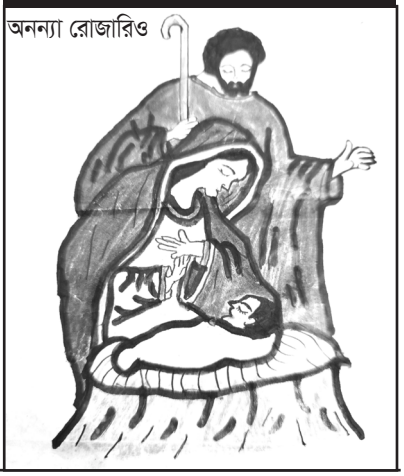



ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের বার্ষিক সভা ও রুবি জুবিলী উৎসব



ফাদার সাগর কোড়াইয়া: গত ৫ থেকে ৮ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে রমনা আর্চবিশপ হাউজ প্রাঙ্গণে সাধারণ সভা ও তেজগাঁও গির্জায় রুবি জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে যাজকদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, মিলন, সংহতি ও সেবার চেতনা আরও গভীর করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও জুবিলীর মূলভাব হিসেবে নির্বাচন করা হয়, 'রুবি জুবিলী: ভ্রাতৃপ্রেমের উৎসব: মিলন-একতা এবং যাজকীয় প্রেরণ সেবাকর্মে বৃদ্ধিলাভ'। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে যাজকীয় সেবায় নিয়োজিত যাজকদের অবদান ও ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁদের সেবাজীবনের জন্য বিশেষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় বিভিন্ন পর্বে আলোচনা, স্মৃতিচারণ, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বর্তমান সময়ে যাজকীয় জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং খ্রিস্টের আদর্শে নিজেদের আরও নিবেদিত করার আহ্বান জানান বক্তারা।

অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিডিপিএফ এর প্রেসিডেন্ট ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা বলেন, ৪০ বছরের যাজকীয় জীবন শুধু সময়ের হিসাব নয়; এটি ঈশ্বরের আহ্বানে বিশ্বস্ততা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সেবার এক দীর্ঘ পথচলার সাক্ষ্য। তাই এই রুবি জুবিলী নতুন উদ্যমে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

মূলভাবের আলোকে বিশপ জের্ভাস রোজারিও আলোচনায় বলেন, আমরা যেন এমন একটি যাজকীয় পরিবার গড়ে তুলতে পারি, যেখানে কেউ নিজেকে একা মনে করবে না; যেখানে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হবে, দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া হবে, ভুল হলে ক্ষমা করা হবে এবং সেবার পথে সবাই একে অপরের হাত শক্ত করে ধরবে। আসুন, আমরা হৃদয় দিয়ে বলি–আমরা একসঙ্গে চলব, একসঙ্গে সেবা করব এবং একে অপরকে ভাই হিসেবে ভালোবাসব।

এরপর ৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁওএ বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)এর ৪০ বছরের রুবি জুবিলী উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং উপদেশ প্রদান করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। উক্ত খ্রিস্টযাগে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকান রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডালসহ অন্যান্য ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ উপস্থিত ছিলেন। উপদেশে বিশপ বলেন, একতা মানে সবাইকে একইভাবে চিন্তা করতে হবে, এমন নয়। একতা হলো ভিন্নতার মধ্যেও খ্রিস্টকে কেন্দ্র করে একসঙ্গে পথ চলা। একজন যাজকের সাফল্যে অন্য যাজক আনন্দিত হবেন, একজনের দুঃখে অন্যজন পাশে দাঁড়াবেন এবং একজন দুর্বল হয়ে পড়লে অন্যজন তাঁকে শক্তি জোগাবেন–এটাই প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব।

খ্রিস্টযাগের পর তেজগাঁও কমিউনিটি চার্চ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় বক্তব্য, আলোচনা ও বিডিপিএফ এ বিভিন্ন সময় অবদান প্রদানকারী যাজকদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। এই রুবি জুবিলীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম, ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে রমনা সেমিনারিয়ান, বটমলী হোমস্ এবং নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীরা নাচের মধ্য দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক কৃষ্টি তুলে ধরেন। শেষে, মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে অর্ধ্যদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

রাঙ্গামাটিয়া স্কুলের জুবিলী উৎসব উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু



ম্যাক্সওয়েল জর্জ রিবেরু: গত ১১ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোববার সকাল ১১টায় গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী রাঙ্গামাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২৫ বছর জুবিলী উৎসবের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম উদ্বোধন ও জুবিলী লোগো উন্মোচন করা হয়। বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষিকা নুপুর কস্তা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি ফাদার আলবিন গমেজ, গেস্ট অব অনার ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু। এছাড়া বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং জুবিলী উদযাপনের বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

শুরুতে সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সূচনা হয়। এরপর জুবিলী উদযাপনের আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন ও জুবিলী লোগো উন্মোচন করা হয়। এ সময় উপস্থিত অতিথি ও আয়োজকরা বিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্য, দীর্ঘ পথচলা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনে বিদ্যালয়ের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

উপস্থিত ফাদার রিবেরু তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন, রাঙ্গামাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে অনেকেই আজ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ ও

উচ্চপর্যায়ের দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিদ্যালয় তাঁদের জীবনের প্রাথমিক গঠনের শিকড়, যা তাঁদের ভবিষ্যৎ পথচলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিদ্যালয়ের সভাপতি ফাদার গমেজ তাঁর বক্তব্যে আগামী ২ জানুয়ারি ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে জুবিলী উদযাপনের মূল অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ ঐতিহাসিক আয়োজন সবার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নুপুর কস্তা জুবিলী উদ্‌যাপন সফল করতে সবার আন্তরিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও অংশগ্রহণ কামনা করেন। একই সঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের সব প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

রাঙ্গামাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২৫ বছর পূর্তি উদযাপনকে ঘিরে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন করে মিলনমেলা, স্মৃতিচারণ এবং বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে উদ্‌যাপনের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। আয়োজকরা আশা করছেন, সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় আগামী ২ জানুয়ারির জুবিলী অনুষ্ঠান হয়ে উঠবে আনন্দময়, সার্থক ও স্মরণীয়।

দুর্গাপূজার উপলক্ষে রাজশাহীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের সঙ্গে বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র সৌজন্য সাক্ষাৎ

বরেন্দ্রদূত সংবাদদাতা: শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজশাহীতে ভারতীয় সহকারী



হাইকমিশনার মনোজ কুমারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এছাড়াও ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্প, অন্যান্য ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও কারিতাসের কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। ১২ অক্টোবর সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বিশপ জের্ভাস রোজারিও দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি শুভেচ্ছা জানান। একই সঙ্গে সমাজে শান্তি, ঐক্য, মানবিক মূল্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের বহুধর্মীয় সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মনোভাব আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ ধরনের সৌজন্য সাক্ষাতের ভূয়সী প্রশংসা করেন সহকারী হাইকমিশনার। দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমারকে বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাৎ সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্র দূত

বাড়ি বিক্রয়



জেলা মুন্সিগঞ্জ, সিরাদিখান থানা, শুলপুর মিশন, বরইহাজি গ্রাম গির্জা সংলগ্ন বাড়ি বিক্রি হবে।

জমির পরিমাণ ১৮.৩৩ শতাংশ। বর্তমানে সাইড ওয়াল টিনশেড ঘর আছে ৭০০ প্লাস স্কয়ার ফিট হবে, দুটি বেডরুম বারান্দা কিচেন ও টয়লেটসহ।

মোবাইল নম্বর : ০১৭২৩৫৫৫৬১১

বিজ্ঞ/২০৮/২৬

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

রেভা: ফা: চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন: ০৯৬৭৮৭৭১২৭০, ০২-৪৮১২১১৫৬, ০২-৪৮১২১১৫৭ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল: info@cccul.com, ওয়েব সাইট: www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dcnewsbd.com, অনলাইন টিভি: www.dctvbd.com

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৬-২০২৭/৩৯৩ ১২ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের জন্য যোগ্য চাকুরী প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্র:	পদের নাম	কর্মস্থল	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	কাজের ধরন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার	ঢাকা	০১	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	• প্রতিষ্ঠানের সকল যানবাহনের দৈনন্দিন পরিচালনা ও তদারকি করা • যানবাহনের রুট পরিকল্পনা ও সময়সূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা • চালকদের দায়িত্ব বণ্টন, উপস্থিতি, কর্মদক্ষতা ও শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করা • যানবাহনের নিয়মিত সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা • ফিটনেস, রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স টোকেন, রুট পারমিট, বীমা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সময়মতো নবায়ন নিশ্চিত করা • জ্বালানি ব্যবহার, মাইলেজ, লগবুক ও পরিবহন ব্যয়ের সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা • বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত পরিবহন চাহিদা সমন্বয় করে সময়মতো সেবা প্রদান নিশ্চিত করা • চালকদের প্রশিক্ষণ, নিরাপদ ড্রাইভিং এবং যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	• শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে ডিগ্রী পাশ হতে হবে। • অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর ডিপ্লোমা থাকতে হবে। • পরিবহন ব্যবস্থাপনায়, সিডিউলিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • সড়ক পরিবহন আইন ও নিরাপত্তা বিধি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। • সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২	সংবাদ কর্মী	সমগ্র বাংলাদেশ	২০	প্রযোজ্য নয়	পুরুষ/ মহিলা	সংবাদ ভিত্তিক	• দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সংগ্রহ, যাচাই এবং প্রকাশ। স্থানীয় খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের সংবাদ ও বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার • সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম, উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এবং জনকল্যাণমূলক সংবাদ প্রকাশ • সাধারণ মানুষের অধিকার, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি • জুলুম-নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সামাজিক অসঙ্গতির সংবাদ অনুসন্ধান ও প্রকাশ • রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশন • দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমস্যা, সম্ভাবনা এবং সাফল্যের গল্প তুলে ধরা • অনলাইন সংবাদ প্রকাশ, ফিচার, সাক্ষাৎকার, বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন এবং মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট প্রস্তুত ও প্রচার।	• শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বনিম্ন এইচএসসি পাশ হতে হবে। • ছাত্র/ছাত্রী কিংবা অন্য পেশার সাথে জড়িত থেকেও এ কাজে আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন। • স্থানীয় ভাবে বসবাসকারী এবং উদ্যোমী হতে হবে। • ডিজিটাল যোগাযোগ বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।
৩	ট্রেইনী - লোন রিয়েলাইজেশন	নন্দা সেবাকেন্দ্র	০১	অনুর্ধ্ব ৩০ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	• ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে • বকেয়া ও খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা এবং এই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকাসমূহ ও প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে • বকেয়া ঋণ পরিশোধের বিষয়ে খেলাপিদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করা ও তাদের জন্য কার্যকর অর্থপ্রদানের পরিকল্পনা তৈরী করা • নিয়মিতভাবে সুপারভাইজারকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহের আপডেট প্রদান করা • অনিয়মিত ও নিষ্ক্রিয় একাউন্টসমূহ সনাক্তকরণপূর্বক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয়ে সুপারিশ করা • ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ে ঋণের কিস্তি আদায় করা • ঋণ গ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে তাদের চাহিদা এবং আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ পাওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক তাদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা।	• অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোন বিভাগে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। • প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকার মধ্যে যে কোন সেবাকেন্দ্র / বিভাগে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং ঋণ আদায়ের জন্য দেশের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার (এম.এস. অফিস, এক্সেল) ন্যূনতম জ্ঞান থাকা অত্যাবশকীয়। • বাংলা ও ইরেজি টাইপের দক্ষতা থাকতে হবে।
		মিরপুর সেবাকেন্দ্র	০১					
		সাধনপাড়া সেবাকেন্দ্র	০১					
		লক্ষীবাজার সেবাকেন্দ্র	০১					
		প্রধান কার্যালয়	০৩					

শর্তাবলীঃ

১) আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে।
২) ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
৩) খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪) চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
৫) সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৬) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
৭) আবেদন পত্র আগামী **৩০ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ** সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
এডমিন এন্ড এইচ আর ডি ডিপার্টমেন্ট
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।
২৬ নং, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/২০৪/২৬

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ, নিবন্ধন নং-৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ)
তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সময়: সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান: ডি' মাজেনড গীর্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

এতদ্বারা নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সদয় জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায়, ডি' মাজেনড ক্যাথলিক গীর্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২-এর মিলনায়তনে অত্র সমিতির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র অথবা ছবিযুক্ত ক্রেডিট পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মসূচি

			সময়
উদ্বোধনী	:	(ক) উপস্থিতি গণনা, কোরাম পূর্তি ও আসন গ্রহণ, মিনিটস রক্ষক নিয়োগ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল থেকে শাস্ত্রবাণী পাঠ এবং প্রার্থনা;	৩০ মিনিট
		(খ) প্রয়াত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন;	০৫ মিনিট
		(গ) কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা;	১৫ মিনিট
		(ঘ) সভাপতির স্বাগত বক্তব্য;	১৫ মিনিট
		(ঙ) অতিথিদের বক্তব্য।	৬০ মিনিট
মূল কর্মসূচি	:	০১। ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;	২০ মিনিট
		০২। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;	২৫ মিনিট
		০৩। বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং উদ্বৃত্তপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন;	২৫ মিনিট
		০৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;	০৫ মিনিট
		০৫। পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;	২৫ মিনিট
অন্যান্য কর্মসূচি	:	(ক) ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;	১০ মিনিট
		(খ) সুপারভাইজরী কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;	১০ মিনিট
		(গ) খেলাপী ঋণ আদায় কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;	১০ মিনিট
		(ঘ) নতুন প্রস্তাবিত উপস্থাপন ও অনুমোদন;	১০ মিনিট
		(ঙ) বিবিধ;	১৫ মিনিট
		(চ) লটারী ড্র;	৩০ মিনিট
		(ছ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।	১০ মিনিট

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রিচার্ড রিপন সরদার
সভাপতি
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোনো সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না;
(খ) সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে;
(গ) পরিচয়পত্র/ছবিসহ পাশ বই ব্যতীত কোন সদস্যকে রেজিস্ট্রেশন/খাদ্য কুপন সরবারহ করা হবে না;
(ঘ) সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতঃ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞ/২০৩/২৬



সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য
বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ
বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

বিজ্ঞাপনের অবস্থান ও ধরণ	বাংলাদেশী টাকা	ইউরো	ইউএস ডলার
শেষ কভার (চার রঙ) বুক্‌ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়,
আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ
বিকাশ নম্বর:
০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ৩৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Regd. No. DA-33
❖ 18 - 24 October, 2026, ২ - ৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্বর্গধামে যাত্রার ৩য় বর্ষ

প্রয়াত তেরেজা রোজারিও

জন্ম: ১২ জুলাই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ



**“মা, তুমি ছিলে, আছো এবং থাকবে
মোদের হৃদয় মাঝারে।”**

দেখতে দেখতে চলে এলো সেই বেদনাবিধুর দিনটি ১২ অক্টোবর, যেদিন তুমি আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে পরম পিতার রাজ্যে। আমরা ভাবতে পারিনি হঠাৎ তুমি আমাদের মায়া ছেড়ে চলে যাবে। তোমার এ শুন্যতা আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। তুমি রয়েছো আমাদের হৃদয় জুড়ে।

ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে কঠোর পরিশ্রমী, ধার্মিক, সৎ ও দয়ালু এবং ধৈর্যশীলা মা। পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে অনন্ত শান্তি দান করেন। স্বর্গ থেকে তোমার সন্তানদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবন-যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে আবার তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই আদরের
সন্তানেরা
নাতি, নাতনীরা
পুতি, পুতিনরা

বিজ্ঞ/২০২/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org